ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭২ তম বছর
Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-293 ■ 23 July, 2026 ■ আগরতলা ২৩ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৬ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি ও

নীট ইস্যুতে সংসদে তুমুল হট্টগোল কালো পোশাকে বিরোধীদের বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (আইএএনএস)।। নীট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে আলোচনায় বসতে কেন্দ্র রাজি হওয়ার পরও সংসদের অচলাবস্থা ও বিরোধীদের কালো পোশাক পরে বিক্ষোভ ঘিরে বুধবার তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়। একদিকে বিজেপি বিরোধীদের বিরুদ্ধে সংসদ অচল করার অভিযোগ তোলে, অন্যদিকে বিরোধীরা জানিয়ে দেয়, মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ না করা হলে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ না হলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে।

আলোচনায় রাজি কেন্দ্র ঃ রিজিজু

সংসদের বাইরে কালো পোশাকে বিক্ষোভরত বিরোধীদের কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, 'সরকার আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে, তবুও বিরোধীরা সংসদ চলতে দিচ্ছে না। ওদের পোশাক যেমন কালো, তেমনই কালো ওদের মনও।' তাঁর অভিযোগ, ছাত্রদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে বিরোধীরা রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতও বলেন, সংসদ দেশের উন্নয়ন নিয়ে গঠনমূলক আলোচনার জায়গা। কিন্তু বিরোধীরা তা রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করছে। তাঁর দাবি, সরকার আলোচনায় সম্মত হলেও বিরোধীরা বিতর্কে অংশ নিতে চাইছে না, যা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই স্পষ্ট করছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদাস আঠাওয়ালে বলেন, নীট প্রশ্নফাঁসের ঘটনাকে সরকারও অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে এবং পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চলছে। তবে ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ কোনও সমাধান নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

অন্যদিকে, সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ, ছাত্র-যুবদের দাবিপূরণ এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের আচরণের জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। তাঁর অভিযোগ, দেশে ১৫০টিরও বেশি প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ঘটেছে, যার মধ্যে উত্তরপ্রদেশেই ২০টির বেশি।

কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা অভিযোগ করেন, 'ব্যবস্থাই ভেঙে পড়েছে। আমরা ছাত্রদের পাশে আছি। এটি কোনও সাধারণ রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন।' তিনি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় উত্তরপ্রদেশে শেষকৃত্য সম্পন্ন ডিজিপি অনুরাগের

বাঘপত (উত্তরপ্রদেশ), ২২ জুলাই (আইএএনএস) ।। ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগের শেষকৃত্য বুধবার উত্তরপ্রদেশের বাঘপত জেলার বারাউটে তাঁর পৈতৃক শহরে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় সম্পন্ন হয়েছে।

বারাউটের বাওলি চুঙ্গি এলাকার দিল্লি-সাহারানপুর মহাসড়ক সংলগ্ন শ্মশানে পরিবারের সদস্য, ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক এবং শত শত শোকাহত মানুষের উপস্থিতিতে অনুরাগের ছেলে অভিষেক মুখাগ্নি করেন।

শেষকৃত্যের আগে ত্রিপুরা ক্যাডারের ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা অনুরাগের দীর্ঘ ও গৌরবময় কর্মজীবনের স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তরপ্রদেশ পুলিশ তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করে।

শেষযাত্রার আগে প্রায় এক কিলোমিটার দীর্ঘ শবযাত্রা বের করা হয়। এতে ৫০০-রও বেশি মানুষ অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা ও উত্তরপ্রদেশের কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী, প্রশাসনিক আধিকারিক, স্থানীয় বাসিন্দা, পরিবারের সদস্য এবং শুভানুধ্যায়ীরা।

৬০ বছর বয়সি অনুরাগের বাড়ি উত্তরপ্রদেশের বাঘপত জেলার বিহারিপুর গ্রামে। মঙ্গলবার গভীর রাতে পরিবারের সদস্য এবং ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁর মরদেহ ত্রিপুরা থেকে বিমানে করে বারাউটের গান্ধী রোডের বাসভবনে আনা হয়।

বুধবার সকাল থেকেই বিভিন্ন স্তরের মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তাঁর বাড়িতে ভিড় জমান। মন্ত্রী, পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষ ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উল্লেখ্য, সোমবার আগরতলায় রাজ্য পুলিশ সদর দফতরে তাঁর দপ্তরের সঙ্গে সংযুক্ত শৌচাগার থেকে রহস্যজনক পরিস্থিতিতে অনুরাগের দেহ উদ্ধার হয়। তাঁকে দ্রুত আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও গোবিন্দ বল্লভ পন্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর বিক্ষোভ কর্মসূচির প্রতিবাদে আগরতলায় বিজেপির মিছিল, সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচির প্রতিবাদে বুধবার আগরতলায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল প্রদেশ বিজেপি। মিছিলকে কেন্দ্র করে রাজধানীর পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় কংগ্রেস ভবনের সামনে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী।

বুধবার বিকেলে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করে মিছিলটি পোস্ট অফিস চৌমুহনী এলাকায় প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি অভিষেক দেবরায়, শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ-সহ দলের একাধিক নেতা ও কর্মী।

কংগ্রেস ভবনের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় অভিযোগ করেন, দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাকে সামনে রেখে কংগ্রেস রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীরা যে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় টানা ৩ দিন বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকায় টানা তৃতীয় দিন বিক্ষোভ চালিয়ে গেলেন ছাত্র-যুবরা। বুধবারও হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান তুলে তাঁরা শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষাপদ্ধতির দাবিতে সরব হন।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, তাঁদের আন্দোলন কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে নয়, বরং দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে রক্ষা করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি। এক বিক্ষোভকারী বলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে। আমরা স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং ন্যায্য শিক্ষাব্যবস্থা চাই।

আরেক শিক্ষার্থী অভিযোগ করে বলেন, যন্তর-মন্তর থেকে সোনম ওয়াংচুককে সরিয়ে দেওয়া এবং দিল্লিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের উপর পুলিশি লাঠিচার্জ গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা দমন করা হচ্ছে। শিক্ষা আমাদের অধিকার, এটি কোনও বিশেষ সুবিধা নয়।

আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি আসলে শিক্ষাব্যবস্থার বৃহত্তর সংস্কারের প্রতীক। তাঁদের মতে, পরীক্ষায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হলে শিক্ষামন্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব নিয়ে পদত্যাগ করা উচিত।

বিক্ষোভকারীরা চার দফা দাবি সামনে রেখে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। দাবিগুলি হলোকেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের বল প্রয়োগের প্রতিবাদে রাজ্যে কংগ্রেসের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ কৈলাসহর, ২২ জুলাই ।। দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের অভিযোগ এবং নিট-সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও অনিয়মের প্রতিবাদে বুধবার আগরতলা শহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল প্রদেশ কংগ্রেস, ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এবং এনএসইউআই। যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে বিক্ষোভ মিছিলের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকাও দাহ করা হয়।

এদিন শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিক্ষোভ মিছিলটি। মিছিলে অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন এবং ছাত্র-যুবদের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে সরব হন। পরে এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেসের নেতারা।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) সদস্য তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, প্রদেশ কংগ্রেসের নেতা, যুব কংগ্রেস ও এনএসইউআই-এর নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-যুব কর্মী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ অভিযোগ করেন, দিল্লিতে নিজেদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির মিছিল থেকে সিপিএম পার্টি অফিসে হামলার অভিযোগ

পাল্টা মিছিল, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।। বিলোনিয়ায় বিজেপির একটি বিক্ষোভ মিছিল চলাকালীন সিপিআই(এম)-এর মহকুমা কার্যালয়ে হামলার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনায় পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ তুলে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে রাতেই বিক্ষোভ মিছিল করে বিলোনিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে সিপিআই(এম)।

সিপিআই(এম)-এর অভিযোগ, বুধবার বিজেপির ডাকা একটি বিক্ষোভ মিছিল বিলোনিয়া মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় মিছিল থেকে দুই ব্যক্তি হঠাৎ সিপিআই(এম)-এর মহকুমা কার্যালয়ে ঢুকে পড়েন। সেখানে তারা অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং একটি কাঠের চেয়ার ভেঙে ফেলেন। এছাড়া পার্টি অফিস প্রাঙ্গণে রাখা একটি মোটরসাইকেল ফেলে দিয়ে ক্ষয়ক্ষতি করেন বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। দলীয় কর্মীরা বাধা দিতে এগিয়ে এলে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যান বলে দাবি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা আনন্দবাজারে গুরুতর আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর মহকুমার আনন্দবাজার এলাকায় মঙ্গলবার গভীর রাতে দুই পক্ষের সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষে এক যুবক ও তাঁর পিতা গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আহতদের নাম অমল নাথ এবং তাঁর পিতা বিনন্দ নাথ। তাঁদের বাড়ি রাজনগর লক্ষ্মীপুর এলাকার ১ নম্বর ওয়ার্ডে। দমকল সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে আনন্দবাজারে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর সামনেই গাড়ি থেকে স্বামীকে নামিয়ে মারধর

স্বর্ণালঙ্কার ও অর্থ ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ জুলাই।। সিপাহিজলা জেলায় ফের দুঃসাহসিক হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টকে গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে মারধর এবং তাঁর স্ত্রীকে সামনে রেখেই স্বর্ণালঙ্কার ও নগদ টাকা লুটের অভিযোগ উঠেছে তিন দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার গভীর রাতে বিশালগড় মহকুমার গোলাঘাটি এলাকার সদারামহাটিতে। ইতিমধ্যেই তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে টাকারজলা থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, আক্রান্ত চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট আশিষ ঘোষ মঙ্গলবার রাতে আগরতলায় নিজের অফিসের কাজ শেষ করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ব্যক্তিগত গাড়িতে করে গোলাঘাটির বাড়ির উদ্দেশ্যে ফিরছিলেন। রাতের অন্ধকারে সদারামহাটি এলাকায় পৌঁছাতেই তিন দুষ্কৃতী পরিকল্পিতভাবে তাঁদের গাড়ির গতিরোধ করে।

অভিযোগ, এরপর দুষ্কৃতীরা আশিষ ঘোষকে জোরপূর্বক গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে। তাঁকে বাঁচাতে গেলে তাঁর স্ত্রীর গলা থেকে স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পাশাপাশি দম্পতির কাছ থেকে নগদ টাকাও লুট করে অভিযুক্তরা।

দম্পতির চিৎকারে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে এলে দুষ্কৃতীদের মধ্যে দু''জন পালিয়ে যায়। তবে স্থানীয় মানুষের তৎপরতায় বিশ্বজিৎ রায় নামে এক অভিযুক্তকে ঘটনাস্থলেই আটক করা হয়। পরে তাঁকে টাকারজলা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।। অল্প বয়সে এক যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। জগহরিমুড়া এলাকায় প্রীতম্বর কর (২৫) নামে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে প্রতিদিনের মতো খেলতে বেরিয়েছিলেন প্রীতম্বর। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে স্নান করেন। এরপর কিছুক্ষণ পর আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। তারপর থেকে পরিবারের সদস্যরা আর তাঁর কোনো খোঁজ পাননি। রাত প্রায় সাড়ে ১০টা নাগাদ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাত দিনব্যাপী খার্চি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন

ত্রিপুরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই ।। ত্রিপুরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির তীর্থভূমি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত গড়ে তোলার ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে রাজ্য সরকারও ত্রিপুরার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন শিল্পকে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করছে। খার্চি উৎসব সেই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আজ ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে সাতদিনব্যাপী খার্চি উৎসব ও মেলা আগামী ২৮ জুলাই পর্যন্ত চলবে।

খার্চি উৎসব ও মেলার উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে খার্চি উৎসব। শতাব্দি প্রাচীন এই উৎসব শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানই নয়, খার্চি রাজ্যের সম্প্রীতি, ঐক্য, সংহতি এবং সামাজিক মেলবন্ধনের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। ভাষা, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব অংশের মানুষের অংশগ্রহণ খার্চি উৎসবের সবচেয়ে বড় শক্তি। খার্চি উৎসবকে কেন্দ্র করে পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য পানীয়জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা, যানবাহনের ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ২৩ জুলাই, ২০২৬ ইং
৬ শ্রাবণ, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

রাজনীতি চাই না, আলোচনায় রাজি

প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং বিরোধী দলগুলোর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে, শিক্ষার্থীদের এই স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়া রাজনীতি না করিয়া সংসদে গঠনমূলক আলোচনায় বসা উচিত।নাড্ডা স্পষ্ট জানান, শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কিত প্রশ্নফাঁসের মতো গুরুতর বিষয় নিয়া বিজেপি সরকার কোনো রাজনীতি বা অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগের খেলা চায় না।সরকার সংসদে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং বিরোধী দলগুলো এর জন্য যতটা সময় চাইবে, কেন্দ্র তাহা দিতে রাজি।রাহুল গান্ধীর তোলা ১৫২টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের জবাবে নাড্ডা বলেন, বিরোধী দলনেতা শুধু রাজনৈতিক ফায়দা লুটতেই একতরফা কথা বলিতেছেন। একই সঙ্গে তিনি মনে করাইয়া দেন যে কংগ্রেস-শাসিত রাজ্যগুলোতেও অতীতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে।মোদী সরকার শিক্ষার্থীদের বিষয় নিয়া অত্যন্ত আন্তরিক এবং তাঁহাদের ওপর কোনো অবিচার হইতে দেওয়া হইবে না বলিয়াও তিনি আশ্বস্ত করেন।অহেতুক রাজনীতি নয়। প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে সংসদে আলোচনায় রাজি কেন্দ্র। একে অপরকে দোষারোপ না করিয়া এই ইস্যুর স্থায়ী সমাধানে বিরোধীদের পরামর্শও শুনিতে চাইছে মোদি সরকার। দিল্লিতে বিজেপি দপ্তর থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। একই সঙ্গে প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে রাজনীতি করিবার অভিযোগে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে বিঁধিলেন তিনি।

এদিন দুপুরেই সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন, মোদি জমানায় প্রায় ১৫২টি প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ উঠিয়াছে। অথচ সরকার কোনও আধিকারিকের বিরুদ্ধে মামলা করেনি। কাউকে জেলে পাঠায়নি। রাহুলের সেই অভিযোগের পালটা একাধিক উদাহরণ দিয়া নাড্ডা দাবি করিলেন, শুধু বিজেপি সরকারের আমলে নয়, প্রশ্নফাঁস হইতেছে কংগ্রেস শাসনেও। হিমাচল প্রদেশ, কর্নাটক, পাঞ্জাব, ঝাড়খণ্ড, কর্নাটকের মতো বিরোধী শাসিত রাজ্যের উদাহরণ তুলিয়া ধরিয়া নাড্ডা দাবি করেন, ইন্ডিয়া জোটের দখলে থাকা বিভিন্ন রাজ্যেও একইভাবে প্রশ্ন ফাঁস

হইতেছে। এটা বৃহত্তর সমস্যা।প্রাক্তন বিজেপি সভাপতির অভিযোগ, প্রশ্নফাঁস নিয়া রাহুল গান্ধী অহেতুক রাজনীতি করিতেছেন। তিনি পড়ুয়াদের কথা ভাবিতেছেন না। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতিসাধন তাঁহার উদ্দেশ্য নয়। জেপি নাড্ডা বলিয়াছেন, “রাহুল গান্ধী বাছিয়া বাছিয়া কিছু উদাহরণ তুলিয়া কেন আন্দোলন করিতেছেন। সব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেন না কেন?” কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, বিরোধী দলনেতা ছাত্রদের সামনে রাখিয়া রাজনৈতিক ফায়দা তিলিবার চেষ্টা করিতেছেন। পড়ুয়াদের উন্নতি তাঁহার উদ্দেশ্যই নয়।রাহুলকে বিঁধিলেও নাড্ডার দাবি, এটা গোটা দেশের সমস্যা। এই পরিস্থিতি দোষারোপ না করিয়া গঠনমূলক আলোচনা হোক। তিনি স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন, সরকার আলোচনায় বসিতে রাজি। সংসদে কখন কবে আলোচনা করিতে চায় বিরোধীরা, সেটা স্পষ্ট করুক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর আহ্বান, “আসুন আমরা প্রশ্নফাঁস রুখিতে কঠোর নীতি প্রণয়ণ করি। এটা যেমন সরকারের দায়িত্ব, তেমনই বিরোধীদেরও দায়িত্ব।” অর্থাৎ আলোচনা নিয়া বিরোধীদের কোর্টেই বল ঠেলিল কেন্দ্র। তাহা ছাড়া এই ইস্যুতে সংসদে কোনওক্রমে আলোচনা শুরু করা গেলে তাহাতে আখেরে সরকারেরই লাভ হইবে বলিয়া মনে করিতেছে গেরুয়া শিবির। কারণ সেক্ষেত্রে সরাসরি বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনার প্রশ্ন আসে না। তাহা ছাড়া সংসদে বাগ্মিতায় অতীতে বহু ইস্যুতে বিরোধীদের ধরাশায়ী করিবার অভিজ্ঞতাও রহিয়াছে মোদি সরকারের।

বাংলাদেশে হামের প্রকোপ ভয়াবহ, টিকাকরণের ঘাটতিতে বাড়ছে সংক্রমণ ও মৃত্যু

ঢাকা, ২২ জুলাই (আইএএনএস): বাংলাদেশে হাম (মিজলস) সংক্রমণ উদ্বেগজনক আকার ধারণ করেছে। টিকাকরণের ঘাটতির কারণে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বুধবার জানানো হয়েছে, বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন প্রায় চার শিশুর মৃত্যু হচ্ছে এবং ৮০০-রও বেশি রোগী হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন।

সরকার জরুরি হাম টিকাকরণ কর্মসূচির লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ার দাবি করলেও, হাসপাতালগুলিতে এখনও বিপুল সংখ্যক টিকাবিহীন শিশুর ভিড় দেখা যাচ্ছে। এতে টিকাকরণ ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাই স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য পরিষেবা অধিদপ্তরের (ডিজিএইচএস) তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ের প্রথম তিন সপ্তাহে প্রতিদিন গড়ে ১,০০৫টি সন্দেহভাজন ও নিশ্চিত হামের সংক্রমণ, ৮২১টি হাসপাতালে ভর্তি এবং প্রায় চারটি মৃত্যুর ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশের হাম ও রুবেলা নির্মূল জাতীয় যাচাই কমিটির চেয়ারম্যান মাহমুদুর রহমান বলেন, টিকাকরণ অভিযান শুরুর দুই মাস পরও পরিস্থিতির যে উন্নতি হওয়ার কথা ছিল, তা হয়নি। তাঁর মতে, কর্তৃপক্ষ এখনও পরিস্থিতির প্রকৃত গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রায় ৪০ লক্ষ শিশুর টিকাকরণের বাইরে থেকে যাওয়া, নির্ধারিত বয়সসীমার বাইরের শিশুদের মধ্যে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া এবং সংক্রমণ প্রতিরোধে দুর্বল ব্যবস্থাএই তিনটি কারণেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসছে না।

মঙ্গলবার আরও চার শিশুর মৃত্যুর পর চলতি বছরের ১৫ মার্চ থেকে হামে নিশ্চিত ও সন্দেহভাজন মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭৯৭-এ পৌঁছেছে বলে ডিজিএইচএস জানিয়েছে।

দ্য ডেইলি স্টার-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার ডিএনসিসি ডেডিকেটেড কোভিড-১৯ হাসপাতাল এবং সংক্রামক ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি সাতজন হাম রোগীর মধ্যে ছয়জনই হামের টিকা নেয়নি।

ডিএনসিসি হাসপাতালের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আসিফ হায়দার জানান, বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি হাম রোগীদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশই টিকাবিহীন। তিনি বলেন, রবিবার শেষ হওয়া ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া ৭৪ জন রোগীর মধ্যে মাত্র পাঁচজন টিকা নিয়েছিলেন।

মাহমুদুর রহমান জানান, হাম-রুবেলা টিকাকরণ কর্মসূচি এবং ভিটামিন ‘এ’ কর্মসূচির মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ শিশুর ব্যবধান থেকেই বোঝা যায়, বিপুল সংখ্যক শিশু এখনও টিকার আওতার বাইরে রয়েছে।

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ও ডিজিএইচএস-এর প্রাক্তন রোগ নিয়ন্ত্রণ পরিচালক ডা. বে-নজির আহমেদ এই ৪০ লক্ষের ব্যবধানকে ‘অবাক করার মতো’ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, টিকাকরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণেই বড় ধরনের ত্রুটি ছিল।

তিনি আরও বলেন, দুর্বল পরিকল্পনা এবং জনসচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার সংশোধিত টিকাকরণ সূচির বিষয়ে জানতে পারেনি, যার ফলে হাম প্রতিরোধ কর্মসূচি কাঙ্ক্ষিত সাফল্য পায়নি।

২০২৬ এর জনগণনা শুধু সংখ্যার হিসেব; নাকি ক্ষমতার রুপরেখা ?

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

নদীতে জল অনেকখানি বইয়ে যাওয়ার পর যখন ঘাট বদলানোর তোড়জোড় শুরু হয়; তখন সেই জল মাপার প্রক্রিয়াটি আর কেবল জলবিজ্ঞানের আওতায় থাকে না; তা হয়ে উঠে ভূ-রাজনীতির চালিকাশক্তি। দীর্ঘ দেড় দশক পর;অতিমারির অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর টপকে অবশেষে যখন ভারতের ষোড়শ জাতীয় জনগণনার বাদ্যি বাজল; তখন তা কেবল একটি রংটিন পরিসংখ্যানের খতিয়ান হয়ে রইল না। ২০২৬ সালের শেষে বা ২০২৭ -এর শুরুতে যে বিপুল কর্মযজ্ঞ সূচনা হতে চলেছে; তা স্বাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে জটিল; স্পর্শকাতর এবং সুদূরপ্রসারী এক সামাজিক- রাজনৈতিক এক্স-রে। এর কারণ দ্বিমুখী--- এক; এই প্রথম ডিজিটাল প্রযুক্তির চাদরে মুড়ে দেশের প্রতিটি প্রান্তের মানুষের জাত ভিত্তিক শুমারি হতে চলেছে; এবং দুই; এই ডেটার উপর ভিত্তি করেই নির্ধারিত হতে চলেছে আগামী দিনের সংসদীয় ক্ষমতার ভারসাম্য বা ডিলিমিটেশন (আসন পুনর্বিন্যাস)। ফলে ২০২৬ -এর এই মহাযজ্ঞ কেবল ‘কজন আছি’ তা গোনার নয়; বরং ‘কার হাতে কতটা ক্ষমতা থাকবে’ তা স্থির করার চূড়ান্ত চাবিকাঠি।

১৯৩১ সালের পর ব্রিটিশ আমল বাদ দিলে স্বাধীন ভারতের সামগ্রিক জাত গণনার এমন প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ আর দেখা যায়নি। মন্ডল কমিশন পরবর্তী ভারতীয় রাজনীতিতে ওবিসি বা অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা কত; তা নিয়ে এতদিন যে অনুমানভিত্তিক তর্ক চলত; তা এবার অকাট্য পরিসংখ্যানের মুখোমুখি দাঁড়াবে। বিরোধী শিবির যেখানে ‘জিতনি আবাদী; উতনা হক’(যার যত জনসংখ্যা; তার তত অধিকার)- এর শ্লোগান তুলে একে সামাজিক ন্যায়ের হাতিয়ার করতে চাইছে; সেখানে শাসক শিবিরের হিন্দুত্ববাদী একীকরণের রাজনীতির সামনে জাতভিত্তিক বিভাজন এক বড় মনস্তাত্ত্বিক চ্যালেঞ্জ।

তবে প্রশ্নটা অন্য জায়গায়। জাত গোনাটা যদি কেবলই একটি ভোটব্যাংকের পাটিগণিত বা সংরক্ষণের পরিধি বাড়ানোর কৌশল হয়; তবে তা দেশের দীর্ঘমেয়াদি বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে। উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে জাতকে যখন আমরা মুছে ফেলার কথা ভাবছি; তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে তাকে নতুন করে প্রাতিষ্ঠানিক সিলমোহর দেওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত; সে বিতর্ক কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তবে এখানে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক এই গণনা কি জাতপাতের বৈষম্যকে দূর করবে; নাকি তাকে আরও স্থায়ীভাবে সমাজের মজায় গেঁথে দেবে? যদি এই তথ্যকে কেবলই অর্থনৈতিকভাবে অনগ্রসদের চিহ্নিত করে প্রকৃত জনকল্যাণমূলক নীতি বা ‘এভিডেন্স-বেসড টার্গেটিং’ -এর কাজে লাগানো যায়; তবেই এর উপযোগিতা সার্থক। অন্যথায়; এটি হয়ে উঠবে নতুন এক রাজনৈতিক অস্ত্রাগার।

এই জনগণনার সবচেয়ে বড় বিস্ফোরণটি লুকিয়ে আছে ১৯৭১ সালের পর থেকে থমকে থাকা লোকসভার আসন পুনর্ববিন্যাস বা ডিলিমিটেশনের গর্ভে। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর শক্তির পরীক্ষা হতে চলেছে এই বিন্দুতেই। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি (যেমন তামিলনাড়ু; কেরালা; কর্ণাটক) বিগত কয়েক দশকে অত্যন্ত সফলভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করেছে; নারী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়েছে এবং মানবসম্পদ সূচকে অভাবনীয় উন্নতি করেছে। অন্যদিকে উত্তর ও মধ্য ভারতের হিন্দি বলয়ের রাজ্যগুলিতে (যেমন উত্তর প্রদেশ; বিহার; মধ্যপ্রদেশ) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনায় অনেক বেশি।

এখন যদি ২০২৬ -এর জনগণনার টাটকা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে লোকসভার আসন পুনর্বিন্যাস করা হয়; তবে স্বাভাবিক নিয়মেই উত্তর ভারতের আসন সংখ্যা এক ধাক্কায় অনেকটা বেড়ে যাবে।এ এক অদ্ভুত পরিহাস— যে রাজ্যগুলি জাতীয় জনসংখ্যা নীতি সফলভাবে কার্যকর করে সুশাসনের পরিচয় দিল; সংসদে প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে তারাই শাস্তি পেতে চলেছে! এই অসমতা ভারতের ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা’ (Co-operative Federalism)-র ভিতটিকেই নাড়িয়ে দিতে পারে। দিল্লিকে তাই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এমন একটি সূত্র বের করতে হবে যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পুরস্কার উত্তর ভারতে যেমন পায়; তেমনি সুশাসনের পুরস্কার থেকে যেন দক্ষিণ বা পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি বঞ্চিত না হয়।

পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক প্রেক্ষিতে এই জনগণনা এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। অতীতে এনপিআর বা এনআরসি বিতর্কের জেরে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা ও রাজ্যের রাজনৈতিক সদিচ্ছার টানাপোড়েনে জেলা প্রশাসনগুলির কাজ বারবার থমকে গিয়েছে। ২০২৬-এ এসেও সেই ধোঁয়াশা পুরোপুরি কাটেনি। একদিকে অনুপ্রবেশের রাজনৈতিক বয়ান; অন্যদিকে নাগরিকত্বের প্রশ্ন এই দুইয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাংলার আমলাতন্ত্রকে এক কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হচ্ছে।

তাছাড়া; পশ্চিমবঙ্গের মতো ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্যে যেখানে গ্রামীণ ও প্রান্তিক মানুষের সংখ্যা অনেক; সেক্ষেত্রে প্রথমবার সম্পূর্ণ ‘ডিজিটাল সেন্সাস’বা অ্যাপ-ভিত্তিক গৃহতালিকা ভুক্তিকরণ কতটা মসৃণ হবে; তা দেখার বিষয়। ইন্টারনেটের অন্ধকারাচ্ছন্ন কোণ বা ডিজিটাল অশিক্ষার কারণে একজনও প্রকৃত নাগরিক যেন এই তালিকা থেকে বাদ না পড়েন; তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাজ্যের। গণনা প্রক্রিয়াটি যেন কোনোভাবেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বা মেরুকরণের হাতিয়ারে পরিণত না হয়; সে বিষয়ে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা নিতে হবে নাগরিক সমাজকে। জনগণনা কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতার বিন্যাস ঘটায় না, তা দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের রূপরেখাও তৈরি করে। ভারত এখন তার ‘ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড’ বা জননীতির লভ্যাংশের সুবর্ণ সুযোগ এ দাঁড়িয়ে আছে; যেখানে কর্মক্ষম তরুণদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ২০২৬ -এর এই ডেটা আমাদের সামনে এক নতুন এবং রূঢ় বাস্তব তুলে ধরবে। ভারতের সামগ্রিক উর্বরতার হার ইতিমধ্যেই প্রতিস্থাপনের স্তর (২.১)- এর নিচে নেমে গেছে। এর অর্থ; আগামী কয়েক দশকে ভারতের জনসংখ্যা স্থিতিশীলতার দিকে যাবে; এবং ধীরে ধীরে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়বে।

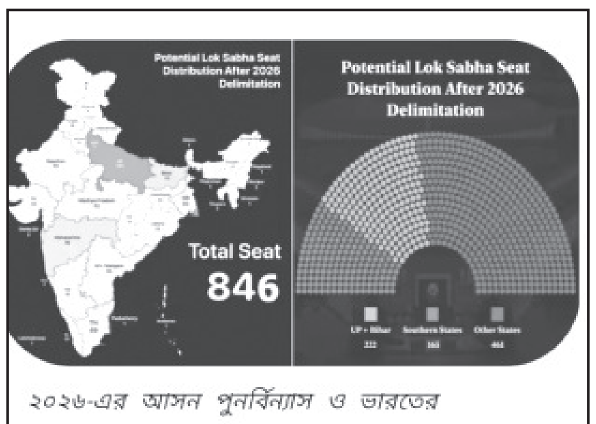

২০২৬-এর আসন পুনর্বিন্যাস ও ভারতের লোকসভার সম্ভাব্য রূপরেখা. সোর্স: IndiaTomo...

দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে ইতিমধ্যেই বার্ধক্যের ছায়া চওড়া হতে শুরু করেছে; যে আগামী দিনে পূর্ব ভারতেও (বিশেষত বাংলায়) দেখা যাবে। ফলে ২০২৬ -এর ডেটা দেখে রাষ্ট্রকে শুধু আজকের যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করলেই চলবে না; বরং আগামী ২০- ৩০ বছরের মধ্যে যে বিপুল প্রবীণ জনসংখ্যা তৈরি হতে চলেছে; তাদের সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তোলার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাও করতে হবে। ২০২৬ -এর এই পরিসংখ্যান আসলে একটা টাইম- মেশিন; যা আমাদের আগাম সতর্কতা দেবে।

পরিসংখ্যানের একটি সহজত ক্রূরতা আছে; তা মানুষকে একটি নির্জীব ‘সংখ্যা’ বা ডিজিট-এ রূপান্তরিত করে। কিন্তু এই কোটি কোটি সংখ্যার পেছনে লুকিয়ে আছে এক একটি রক্ত মাংসের জীবন; তাদের বেঁচে থাকার লড়াই; তাদের অপুষ্টি; নিরক্ষরতা এবং স্বপ্ন।

২০২৬- এর ভারতের এই ঐতিহাসিক জনগণনা যেন কেবল একটি দলীয় রাজনৈতিক এজেন্ডা পূরণের বা ডিলিমিটেশনের মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের হাতিয়ার হয়ে না ওঠে। এটি হোক এমন এক দর্পণ; যার সামনে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র নিজের ভুল ত্রুটিগুলি বুঝতে পারবে। জাত গোনা হোক বা না হোক; অনগ্রসর মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির পথ যেন সুগম হয়। উত্তর আর দক্ষিণের ভারসাম্য রক্ষা করে ভারতের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে ধরে রাখাই ভাবে এই নতুন শতাব্দীর সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। শেষ পর্যন্ত; জনগণনা যেন শুধু ‘শাসন’- র হাতিয়ার না হয়ে ‘প্রকৃত উন্নয়ন-’এর দিশারী হয় তবেই এই ষোড়শ অধ্যায়ের সার্থকতা।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
-৬২৯৫৫৩৩১০৯

ব্রিকস দেশগুলিতে পুষ্টি সমৃদ্ধির জন্য খাদ্য ভাণ্ডার

ড. স্বাতি নায়ক

জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার বিঘ্ন আজ বিশ্বব্যাপী খাদ্য অর্থনীতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। এর ফলে ব্রিকস দেশগুলির সামনে নতুন নতুন সমস্যা তৈরি হয়েছে। এতদিন খাদ্য মজুতকে মূলত জরুরি পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষিত খাদ্য হিসেবে দেখা হলেও, বর্তমান বাস্তবতায় এগুলিকে পুষ্টি, স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত পরিবর্তিত বাজার ও সামাজিক ব্যবস্থার চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নতুনভাবে গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৌশলগত খাদ্য মজুত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও, এখন বড় প্রশ্ন হলজলবায়ু পরিবর্তন, বাণিজ্যিক অনিশ্চয়তা, ক্ষুধা এবং অপুষ্টির মতো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার মোকাবিলায় কী ধরনের খাদ্য মজুত ব্যবস্থা গড়ে তোলা উচিত। বিশ্বব্যাংক- এফএও- ডব্লিউএফপি-র ২০২৫ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালে বিশ্বের ৭৪টি দেশে প্রায় ৩৪৩ মিলিয়ন মানুষ তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে বসবাস করেছেন। এই সংখ্যা কোভিড-১৯ মহামারির আগের সময়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, বাণিজ্যিক বিঘ্ন এবং ক্ষুধার বৃদ্ধি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন সংকট সৃষ্টি করেছে।

২০২৬ সালে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের কারণে হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল ও সার পরিবহন ব্যাহত হয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী কৃষি-খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের মধ্যে ইউরিয়াসহ বিভিন্ন সারের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে; এক মাসেই ইউরিয়ার দাম প্রায় ৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই ধারাবাহিক বিঘ্নের ফলে প্রায় ৪৫ মিলিয়ন মানুষ দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে পারেন। এটি ব্রিকস দেশগুলির জন্য বিশেষ উদ্বেগের বিষয়, কারণ এই ব্রিকস দেশগুলির অধিকাংশই একদিকে বৃহৎ কৃষি উৎপাদক বা আমদানিকারক, অন্যদিকে সারের বড় ভোক্তা। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী খাদ্য মজুতের উদ্দেশ্য ছিল মূলত মূল্য স্থিতিশীল রাখা বা সাময়িক খাদ্য সংকট মোকাবিলা করা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল। এখন এমন খাদ্য মজুত ব্যবস্থা প্রয়োজন, যা শুধু পর্যাপ্ত ক্যালোরির নিশ্চয়তাই দেবে না, বরং পুষ্টিসমৃদ্ধ, সাশ্রয়ী এবং যে কোনও সংকটকালেও নিরবচ্ছিন্নভাবে খাদ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করবে। ইউরোপীয় কমিশনের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা শুধুমাত্র শস্যের শারীরিক প্রাপ্যতার উপর নির্ভর করে না; এর সঙ্গে পুষ্টির মান, প্রাপ্যতা এবং সহজলভ্যতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিকস দেশগুলির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের গুরুত্ব আরও বেশি, কারণ পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন থাকা সত্ত্বেও বহু দেশে খাদ্য ও পুষ্টি সংকট এখনও বিদ্যমান। উদাহরণ হিসেবে ভারত ২০২৪-২৫ সালে রেকর্ড ৩৫৩.৯৬ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য উৎপাদন করেছে এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থা পরিচালনা করছে। ২০২৫ সালে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে এই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতে গড়ে ওঠা আধুনিক খাদ্য মজুত ব্যবস্থা দেখিয়ে দিয়েছে যে, খাদ্য ভাণ্ডার কেবল শস্য সংরক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; এটি সক্রিয় পুষ্টি ব্যবস্থাপনারও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হতে পারে। বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণবণ্টন ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে শুধু চাল ও গম নয়, ডাল, মিলেট এবং জৈবভাবে পুষ্টি-সমৃদ্ধ বিভিন্ন খাদ্যশস্যকেও খাদ্য ভাণ্ডারের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। বিশেষ করে যখন ভারত ফসলের বৈচিত্র্য বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে, তখন এই উদ্যোগ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

চীনও একইভাবে তাদের খাদ্য মজুত নীতিকে নতুনভাবে সাজাচ্ছে। বিপুল পরিমাণ চাল, গম ও ভুট্টা মজুতের পাশাপাশি দেশটি এখন স্মার্ট গুদাম, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নির্ভর খাদ্য পর্যবেক্ষণ, কোল্ড-চেইন লজিস্টিকস এবং দেশীয় বীজ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এর মূল লক্ষ্য হলো ফসল কাটার পর অপচয় কমানো এবং মানুষের জন্য আরও বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে, রাশিয়ার খাদ্য মজুত নীতি ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। সেই দেশে খাদ্য নিরাপত্তাকে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেছে। অভ্যন্তরীণ কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি রাশিয়া খাদ্যশস্য ও সার রপ্তানিকে ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে। বর্তমান বিশ্বে নিষেধাজ্ঞা, বাণিজ্যিক বিভাজন এবং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ বাড়তে থাকায় এই কৌশল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। সেখানে মূল সমস্যা খাদ্যের মোট প্রাপ্যতা নয়; বরং সাধারণ মানুষের পুষ্টিকর খাদ্যে সাশ্রয়ী মূল্যে পৌঁছানোর সুযোগের অভাব। তাই সেই দেশের সরকার পুষ্টি-সংবেদনশীল সামাজিক সুরক্ষা, স্কুলে মধ্যাহ্নভোজ কর্মসূচি, সরকারি ক্রয় এবং জলবায়ু-সহনশীল কমিউনিটি খাদ্য ব্যবস্থার ওপর জোর দিচ্ছে। ফলে খাদ্য ভাণ্ডার সেখানে শুধু অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার উপায় নয়, বরং পুষ্টি কর্মসূচি বাস্তবায়নেরও কার্যকর হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। বিশ্বব্যাংক-এফএও- ডব্লিউএফপি- র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কৌশলগত খাদ্য ভাণ্ডার তখনই সবচেয়ে কার্যকর হয়, যখন তা ‘ছোট, সহজ এবং স্মার্ট’ হয় এবং বাজার নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বেশি গুরুত্ব দেয়। একইভাবে ইউরোপীয় কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খাদ্য ভাণ্ডারের আকার গুরুত্বপূর্ণ হলেও, কার্যকর পরিচালন ব্যবস্থাই নির্ধারণ করে তা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে নাকি বাধাগ্রস্ত করবে। এই বাস্তবতায় ব্রিকস দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি যৌথ খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলার পরিবর্তে তথ্য আদান-প্রদান, সমন্বিত ডিজিটাল নজরদারি, আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, সরকারি ক্রয়ের অভিন্ন মানদণ্ড এবং আধুনিক সংরক্ষণ পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো বিষয়গুলিতে পারস্পরিক সহযোগিতা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত হতে পারে। ভবিষ্যতের খাদ্য ভাণ্ডারকে অবশ্যই পুষ্টিগত বৈচিত্র্যের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শুধু চাল ও গমভিত্তিক খাদ্য ভাণ্ডার ক্ষুধার আড়ালে থাকা অপুষ্টি এবং অণুপুষ্টির ঘাটতির সমস্যার সমাধান করতে পারবে না। তাই জৈবভাবে পুষ্টি-সমৃদ্ধ চাল ও গম, ডাল, মিলেট এবং অন্যান্য পুষ্টিকর শস্যের সমন্বয়ে বৈচিত্র্যময় খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা জরুরি। এর মাধ্যমে ব্রিকস দেশগুলি তাদের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচিকে জনস্বাস্থ্য কর্মসূচির সঙ্গে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করতে পারবে। একইসঙ্গে খাদ্য ভাণ্ডার পরিকল্পনার ক্ষেত্রে জলবায়ু সহনশীলতার বিষয়টিও সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও তাপপ্রবাহের মতো দুর্যোগের ঘনঘটা বাড়ায় এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে উৎপাদন ও মজুতউভয়ই একসঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এজন্য শুধু প্রচলিত গুদাম নির্মাণ নয়, কোল্ড-চেইন, বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা সংরক্ষণ কেন্দ্র, আইওটি-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং আর্দতা নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তিতে বিনিয়োগও অপরিহার্য। বিশ্বের খাদ্য মজুত নীতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ব্রিকস দেশগুলি সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্য উৎপাদন, সারের ব্যবহার, কৃষি বাণিজ্য এবং ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় তাদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে খাদ্য ভাণ্ডারকে শুধু জরুরি মজুতের সীমায় না রেখে নিরাপদ পুষ্টি, জলবায়ু সহনশীলতা এবং ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে গড়ে তোলা সম্ভব।

ভবিষ্যতের খাদ্য ভাণ্ডারের সফলতা কেবল কত শস্য সংরক্ষিত রয়েছে তার ওপর নির্ভর করবে না; বরং সংকটকালে সমাজকে কতটা স্থিতিশীল রাখা যায়, দরিদ্র মানুষের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করা যায়, আঞ্চলিক খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী করা যায় এবং দুর্বল বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কতটা কমানো যায়সেই বিষয়গুলির ওপরই নির্ভর করবে। তাই ব্রিকস দেশগুলির সামনে মূল প্রশ্ন হওয়া উচিত, কীভাবে আরও বেশি খাদ্য উৎপাদন করা যায় তা নয়; বরং কীভাবে আরও স্মার্ট ও পুষ্টিকেন্দ্রিক খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়। লেখক ‘সিড সিস্টেমস অ্যান্ড প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট’ বিভাগের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক প্রধান এবং ভারতের কান্ট্রি ম্যানেজার (অন্তর্বর্তীকালীন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। (তিনি ২০২৩ সালের ‘নরম্যান বোরলগ ফিল্ড অ্যাওয়ার্ড’ ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ইন্টারন্যাশনাল রাইস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর প্রাপক)।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার আগরতলায় এনএসইউ'র একদিবসীয় এক কর্মশালা আয়োজিত হয়।

এলএনজি, তেল শোধনাগার ও শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় বিনিয়োগের আহ্বান তিমোর-লেস্তের

ওয়াশিংটন, ২২ জুলাই (আইএএনএস): দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ তিমোর-লেস্তে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), তেল শোধনাগার, পাইপলাইন অবকাঠামো এবং শিক্ষাক্ষেত্রে ভারতীয় বিনিয়োগ আকর্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে। দেশটির প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী ও উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত জোসে লুইস গুতেরেস একান্ত সাক্ষাৎকারে আইএএনএস-কে জানান, ভারতের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও কৌশলগত সহযোগিতা আরও গভীর করতে চায় তিমোর-লেস্তে।

গুতেরেস বলেন, জ্বালানি ক্ষেত্র ভারতীয় সংস্থাগুলির জন্য অন্যতম বড় সম্ভাবনার ক্ষেত্র। তিমোর-লেস্তেতে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের উল্লেখযোগ্য মজুত রয়েছে এবং দেশটির এলএনজি প্ল্যান্ট, তেল শোধনাগার ও গ্রেটার সানরাইজ গ্যাসক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত পাইপলাইন নির্মাণে বিদেশি বিনিয়োগ প্রয়োজন।

তিনি জানান, গ্রেটার সানরাইজ গ্যাসক্ষেত্রে আনুমানিক পাঁচ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের মজুত রয়েছে, যা প্রায় ৩০ বছর ধরে উৎপাদন অব্যাহত রাখার সক্ষমতা রাখে।

ভারতীয় সংস্থাগুলির সম্ভাব্য বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে গুতেরেস বলেন, 'সব ক্ষেত্রেই সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে জ্বালানি খাতে আমরা যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে অংশীদারিত্বকে উৎসাহিত করছি। আমরা ব্যবসার জন্য সম্পূর্ণ উন্মুক্ত।'

তিনি আশা প্রকাশ করেন, নয়াদিল্লিতে তিমোর-লেস্তের দূতাবাস এবং রাজধানী দিলিতে ভারতের কূটনৈতিক মিশন চালু হওয়ায় দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা আরও সহজ হবে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির তিমোর-লেস্তে সফরেরও আশা প্রকাশ করেন তিনি।

রাষ্ট্রদূতের মতে, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর তিমোর-লেস্তে সফরের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নতুন গতি পেয়েছে। তিনি বলেন, ওই সফর ছিল 'পরিবারের সদস্যের সফরের মতো' এবং রাষ্ট্রপতিকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও সম্মানের সঙ্গে স্বাগত জানানো হয়েছিল।

গুতেরেস আরও বলেন, তিমোর-লেস্তে ভারতকে বাইরের কোনও শক্তি হিসেবে নয়, বরং এই অঞ্চলের দীর্ঘদিনের অংশীদার হিসেবে দেখে। তাঁর কথায়, 'আপনারা এই অঞ্চলেরই অংশ, কোনও বিদেশি নন।'

তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বেরও প্রশংসা করে বলেন, ভারত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর মতে, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির যৌথ উদ্যোগে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় স্থিতিশীল পরিবেশ আরও শক্তিশালী করা সম্ভব। পাশাপাশি দেশগুলির মধ্যে বিরোধ আলোচনার মাধ্যমেই মেটানো উচিত বলেও মত প্রকাশ করেন তিনি।

শিক্ষাক্ষেত্রকেও সহযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখ করে গুতেরেস জানান, তিমোর-লেস্তের একটি ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এক ভারতীয় বিনিয়োগকারী চিকিৎসা শিক্ষা উন্নয়নে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলেছে। এছাড়া দিলিতে ভারতীয় শিক্ষার্থীরাও চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করছেন।

কফিকেও সম্ভাবনাময় সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, তিমোর-লেস্তের প্রধান রপ্তানি পণ্য হল জৈব কফি, যা ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও জার্মানিতে রপ্তানি হয়। ভারতের সফরকালে প্রেসিডেন্ট জোসে রামোস-হোর্তা তিমোর-লেস্তের কফিরও প্রচার করেছিলেন। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালের জানুয়ারিতে ভারত ও তিমোর-লেস্তের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ২০২৪ সালের আগস্টে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিমোর-লেস্তে সফর করেন। সেই সফরে ডিজিটাল প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, কৃষি ও দক্ষতা উন্নয়নসহ একাধিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়। পরে তিমোর-লেস্তে নয়াদিল্লিতে দূতাবাস খোলার পরিকল্পনাও ঘোষণা করে। ২০১১ সালে আবেদন করার পর এবং ২০২২ সালে পর্যবেক্ষক মর্যাদা পাওয়ার পর তিমোর-লেস্তে ২০২৫ সালের অক্টোবরে আসিয়ানের ১১তম সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দেয়।

বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তার আবহে ভারত-আসিয়ান সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জয়শঙ্করের

ম্যানিলা, ২২ জুলাই (আইএএনএস): ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ভারত ও আসিয়ানভুক্ত দেশগুলির মধ্যে আরও গভীর সহযোগিতার ওপর জোর দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। বুধবার ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত আসিয়ান-ভারত ২০২৬ পোস্ট-মিনিস্টেরিয়াল সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের জটিল চ্যালেঞ্জ কোনও একক দেশ বা আঞ্চলিক জোটের পক্ষে একা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

সম্মেলনে জয়শঙ্কর ফিলিপাইনকে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং ভারত-আসিয়ান সমন্বিত কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করতে দেশটির সমন্বয়কারী হিসেবে ভূমিকার প্রশংসা করেন।

সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'আমাদের ভবিষ্যৎ একসঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া' এই ভাবনাই বর্তমান সময়ের বাস্তবতাকে তুলে ধরে। তাঁর কথায়, বিশ্ব এখন প্রবল অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে যে কোনও একক দেশ বা গোষ্ঠীর পক্ষে একা এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তিনি সদস্য দেশগুলিকে দ্রুত পরিবর্তিত বৈশ্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে পারস্পরিক সহযোগিতা আরও বাড়িয়ে যৌথ স্বার্থ রক্ষার আহ্বান জানান।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গ তুলে ধরে জয়শঙ্কর বলেন, বর্তমান অস্থিরতার যুগে সবচেয়ে বড় চাপ পড়েছে সরবরাহ শৃঙ্খলের (সাপ্লাই চেইন) ওপর। জ্বালানি, খাদ্য ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তাকে আর নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায় না। পাশাপাশি সামুদ্রিক বাণিজ্যের ওপর বিশ্ব অর্থনীতির নির্ভরশীলতার কারণে সমুদ্রপথের নিরাপত্তাও উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার গুরুত্বও তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেন।

বিদেশমন্ত্রী জানান, ২০২৬ সালকে 'আসিয়ান-ভারত সামুদ্রিক সহযোগিতা বর্ষ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁর মতে, এটি একটি স্থিতিশীল ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উভয় পক্ষের যৌথ উদ্যোগের গুরুত্বের সময়োপযোগী স্মারক। একইসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত ও আসিয়ান উভয়ই ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী এবং উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি নতুন সুযোগগুলির দিকেও সমানভাবে নজর দেওয়া উচিত।

জয়শঙ্করের মতে, ভারত-আসিয়ান সহযোগিতার পরিধি বর্তমানে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, দক্ষ মানবসম্পদ, প্রযুক্তি, ডিজিটাল সংযোগ, বিমান যোগাযোগ, সবুজ উন্নয়ন, টেকসই অগ্রগতি এবং সংযোগ অবকাঠামো পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ক্ষেত্রগুলিতে আরও গভীর সহযোগিতার মাধ্যমেই ঝুঁকি কমিয়ে অংশীদারিত্বকে বৈচিত্র্যময় করা সম্ভব। ভারতের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি বলেন, ভারতের কাছে 'আসিয়ান সেন্ট্রালিটি' একটি মৌলিক নীতি। আসিয়ানের ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভ একে অপরের পরিপূরক বলেও তিনি উল্লেখ করেন। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, বিশ্ব যখন দ্রুত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রায় ২০০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ভারত ও আসিয়ানের উচিত একসঙ্গে পথচলা, যাতে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিরাপদ, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ থাকে।

ফিলিপাইনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে জয়শঙ্কর, কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও ইন্দো-প্যাসিফিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা

ম্যানিলা, ২২ জুলাই (আইএএনএস): বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর বুধবার ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় সে দেশের বিদেশমন্ত্রী মা. তেরেসা পি. লাজারোর সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ভারত-ফিলিপাইন কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করার বিভিন্ন দিক এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকের পর সমাজমাধ্যম এক্স-এ জয়শঙ্কর জানান, ফিলিপাইনের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শিক্ষা, প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা, সামুদ্রিক সহযোগিতা, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নমূলক সহযোগিতার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিষয়ে দুই পক্ষ মতবিনিময় করেছে। পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

অন্যদিকে, ফিলিপাইনের বিদেশমন্ত্রী লাজারোও এক্স-এ জানান, দুই দেশের কৌশলগত অংশীদারিত্ব নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, আর্থিক প্রযুক্তি (ফিনটেক), বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, উচ্চশিক্ষা, ওষুধ শিল্প, প্রতিরক্ষা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে দুই দেশ।

এই বৈঠক এমন এক সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন সম্প্রতি দক্ষিণ চীন সাগরে ফিলিপাইন ও চীনের মধ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ফিলিপাইনের অভিযোগ, ২০ জুলাই সেকেন্ড থমাস শোল এলাকায় তাদের নৌবাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে চীন 'বিপজ্জনক ও আগ্রাসী' পদক্ষেপ নিয়েছে।

ভারতের কাছে দক্ষিণ চীন সাগরের পরিস্থিতি বিশেষ কৌশলগত গুরুত্ব বহন করে, কারণ ভারতের উল্লেখযোগ্য অংশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইন্দো-প্যাসিফিকের সমুদ্রপথ দিয়ে পরিচালিত হয়। নয়াদিল্লি বরাবরই আন্তর্জাতিক আইন মেনে অবাধ নৌ-চলাচল, বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সামুদ্রিক বিরোধ নিষ্পত্তির পক্ষে সওয়াল করে এসেছে।

সম্প্রতি ভারত পুনরায় স্পষ্ট করেছে যে, আন্তর্জাতিক আইন এবং রাষ্ট্রসংঘের সমুদ্র আইন সনদ (ইউএনসিএলওএস) অনুযায়ী দক্ষিণ চীন সাগরের সমস্ত বিরোধ শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান হওয়া উচিত। একই সঙ্গে অবাধ নৌ-চলাচল, আকাশপথের স্বাধীনতা এবং বৈধ সামুদ্রিক বাণিজ্যের গুরুত্বের ওপরও জোর দিয়েছে ভারত।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, জাপান, নিউজিল্যান্ড, ফিলিপাইন, যুক্তরাজ্যসহ মোট ১২টি দেশ ২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক সালিশি ট্রাইব্যুনালের ঐতিহাসিক রায়ের দশম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি যৌথ বিবৃতিতে 'মুক্ত, উন্মুক্ত, শান্তিপূর্ণ ও নিয়মভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক' বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এর আগে একই দিনে আসিয়ান-ভারত ২০২৬ পোস্ট-মিনিস্টেরিয়াল সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জয়শঙ্কর বলেন, ভারতের কাছে "আসিয়ান সেন্ট্রালিটি" একটি মৌলিক নীতি। তিনি উল্লেখ করেন, আসিয়ানের ইন্দো-প্যাসিফিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভারতের ইন্দো-প্যাসিফিক ওশানস ইনিশিয়েটিভ একে অপরের পরিপূরক। বিশ্বের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রায় ২০০ কোটি মানুষের প্রতিনিধিত্বকারী ভারত ও আসিয়ানের একসঙ্গে এগিয়ে চলাই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তামিলনাড়ুর ৮,১৯৩টি মন্দিরে অ-বংশানুক্রমিক ট্রাস্টি নিয়োগে আবেদনপত্র আহ্বান

চেন্নাই, ২২ জুলাই (আইএএনএস): তামিলনাড়ু সরকার রাজ্যের হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য এনডাওমেন্টস (এইচআর অ্যান্ড সিই) দফতরের অধীন ৮,১৯৩টি মন্দিরে অ-বংশানুক্রমিক (নন-হেরেডিটারি) ট্রাস্টি নিয়োগের জন্য রাজ্যজুড়ে যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে আবেদনপত্র আহ্বান করেছে।

মঙ্গলবার এইচআর অ্যান্ড সিই দফতরের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, যেসব মন্দিরে বংশানুক্রমিক ট্রাস্টি নেই, সেসব মন্দিরের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তামিলনাড়ু হিন্দু ধর্মীয় ও দাতব্য এনডাওমেন্টস আইনের ৪৯(১) ধারার অধীনে এই নিয়োগ করা হবে। এই ধারায় সরকারকে দফতরের অধীন পরিচালিত মন্দিরগুলির জন্য ট্রাস্টি বোর্ড গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, মন্দিরের তালিকা, যোগ্যতার শর্ত, আবেদনপদ্ধতি এবং নির্ধারিত আবেদনপত্রের নমুনা এইচআর অ্যান্ড সিই দফতরের সরকারি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। আবেদনকারীদের সমস্ত নির্দেশিকা ভালোভাবে পড়ে তবেই আবেদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন অথবা ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে তা পূরণ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ সংশ্লিষ্ট জেলার এইচআর অ্যান্ড সিই দফতরের সহকারী কমিশনারের দফতরে জমা দিতে পারবেন। স্পিড পোস্টের মাধ্যমেও আবেদন পাঠানো যাবে।

আবেদন জমা দেওয়ার শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ আগস্ট বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিট। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট দফতরে পৌঁছানোর বিষয়টি নিশ্চিত করতে আবেদনকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা।

এই উদ্যোগটি রাজ্য সরকারের পর্যায়ক্রমে মন্দিরগুলিতে অ-বংশানুক্রমিক ট্রাস্টি নিয়োগের বৃহত্তর কর্মসূচির অংশ। এর আগে প্রথম পর্যায়ে ১,০১২টি মন্দিরে ট্রাস্টি নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছিল। পাশাপাশি, নিয়োগ প্রক্রিয়া তদারকি এবং যোগ্য প্রার্থীদের বাছাইয়ের জন্য ইতিমধ্যেই ১৪টি জেলায় জেলা-স্তরের কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, এই পর্যায়ক্রমিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মন্দির পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং এইচআর অ্যান্ড সিই দফতরের অধীন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যবস্থাপনা আরও কার্যকর হবে। একই সঙ্গে ট্রাস্টি নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে নির্ধারিত বিধি সর্বত্র সমানভাবে অনুসরণ করা নিশ্চিত করা হবে।

উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা, ব্যাহত কেদারনাথ যাত্রাপথ; ২৫ জুলাই পর্যন্ত দুর্যোগের আশঙ্কা

দেহরাদুন, ২২ জুলাই (আইএএনএস): উত্তরাখণ্ডের একাধিক জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বুধবার উত্তরকাশী, রুদ্রপ্রয়াগ, নৈনিতাল, চামোলি, বাগেশ্বর ও পিথোরাগড় জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের আরও বিভিন্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আবহাওয়া দফতরের মতে, এই পরিস্থিতি আগামী ২৫ জুলাই পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।

গত কয়েক দিনের টানা বৃষ্টিতে দেহরাদুনের তাপমাত্রাও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড হয়েছে ৩০.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মঙ্গলবার দেহরাদুনে প্রবল বর্ষণে রায়পুর ও রাজপুর এলাকায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। নিকাশি নালা উপচে পড়ায় বহু রাস্তায় জল জমে যায় এবং একাধিক আবাসিক এলাকায় বাড়িঘরে জল ঢুকে পড়ে। জলাবদ্ধতার কারণে যান চলাচলেও ব্যাপক সমস্যা সৃষ্টি হয়। প্রবল বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডে মোট ১৪২টি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে সন্ধ্যার মধ্যে প্রশাসন ৫৪টি রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক করতে সক্ষম হয়েছে।

এদিকে, আবহাওয়ার উন্নতি হওয়ায় মঙ্গলবার সকাল থেকে চারধাম যাত্রা পুনরায় শুরু হয়েছে। সোমবার প্রবল বর্ষণের কারণে গড়ওয়াল বিভাগের কমিশনার আনন্দ স্বরূপ চারধাম যাত্রা সাময়িকভাবে স্থগিত করেছিলেন। পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির সমন্বয়ে যাত্রা পুনরায় চালু করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে যাত্রাপথে নিরবচ্ছিন্ন নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

অন্যদিকে, দেহরাদুন-মুসৌরি সড়ক পুনরায় খুলে দেওয়া হলেও বর্তমানে সেখানে একমুখী যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

কেদার উপত্যকায় রাতভর ভারী বৃষ্টির প্রভাব পড়েছে কেদারনাথ যাত্রাতেও। গৌরীকুণ্ড থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ছাউদি এলাকার কাছে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর ও ধ্বংসাবশেষ নেমে আসায় কেদারনাথের পদযাত্রার পথ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। নিরাপত্তার স্বার্থে তীর্থযাত্রীদের নির্ধারিত নিরাপদ স্থানে আটকে রাখা হয়েছে।

ঘটনার খবর পেয়েই সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে ধ্বংসাবশেষ ও পাথর সরানোর কাজ শুরু করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে নিরাপদ ঘোষণা করার পরেই ওই অংশ দিয়ে কেদারনাথ যাত্রা পুনরায় শুরু করা হবে। একই সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের প্রশাসনের জারি করা আবহাওয়া সংক্রান্ত সতর্কতা ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিশ্বকাপ মিটতেই মেসির বিরুদ্ধে অভিযোগ, সতীর্থের ভুয়ো চোট দেখিয়ে রেফারিকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিলেন লিয়ো!

বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেন এবং আর্জেন্টিনা, দুই দলের মধ্যে শারীরিক ফুটবল হয়েছে। গায়ের জোরে একে অপরকে টেক্কা দেওয়ার চেষ্টা করেছে দুই দল। আর্জেন্টিনার আগ্রাসী ফুটবল নিয়ে চর্চা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ফাইনাল শেষ হওয়ার দু'দিন পর লিয়োনেল মেসির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হল। তাঁর বিরুদ্ধে সতীর্থের ভুয়ো চোট দেখিয়ে রেফারিকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ আনা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে এনজো ফের্নান্দেজ লাল কার্ড দেখার সময়। রেফারি যখন ফের্নান্দেজকে লাল কার্ড দেখাচ্ছেন, তখন অন্য দিকে মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছিলেন নিকোলাস ত্যাগলিয়াফিকো। মেসি বার বার রেফারি স্লাভকো ভিনচিচকে গিয়ে অনুরোধ করতে থাকেন, ত্যাগলিয়াফিকোকে দেখার জন্য।

তবে বিভিন্ন কোণ থেকে পাওয়া ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, আর্জেন্টিনার ফুটবলার চোটের নাটক করছিলেন। তাঁর মোটেই আঘাত লাগেনি। ফের্নান্দেজ যেখানে পাউ কুবারসিকে ফাউল করেছিলেন, তার থেকে অনেকটাই দূরে ছিলেন ত্যাগলিয়াফিকো। তাঁর ধারেকাছে স্পেনের কোনও ফুটবলার ছিলেন না। ফের্নান্দেজ ওই ফাউলের পর যে লাল কার্ড দেখতে পারেন, সেই আশঙ্কা করেই আচমকা মাটিতে পড়ে গিয়ে চোটের ভান করতে থাকেন ত্যাগলিয়াফিকো।

মেসির এই আচরণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সমর্থকেরা বলেছেন, কেন মেসির মতো ফুটবলারকে ছলনার আশ্রয় নিতে হবে এক সতীর্থকে বাঁচানোর জন্য? বিশ্বকাপ ফাইনালের মতো মঞ্চে এ কাজ উচিত কি না সেই প্রশ্নও উঠছে।

এ দিকে, ফাইনালের পর ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন ফের্নান্দেজ। সমাজমাধ্যমে দেওয়া বার্তায় লিখেছেন, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারবেন, ফলাফলের চেয়েও বড় কিছু অর্জন করেছি আমরা। বছরের পর বছর ধরে এই দলটা নিজেদের সেরাটা দিয়েছে। ওরা বুঝিয়েছে, মাঠে নামা মানে শুধু জেতা নয়। এই জার্সির জন্য নিজের সবটা দেওয়া এবং কখনও হাল না ছাড়া। এই দলের সদস্য হতে পেরে গর্বিত। সর্বোচ্চ পর্যায়ে লড়াই করেছে দলটা। গর্ব নিয়ে জার্সির ঐতিহ্য সামলেছে।"

তামিলনাড়ুর বিধায়ক 'দলবদল প্রলোভন' মামলায় তদন্তে গতি, করুরে পৌঁছল ইডির দল

চেন্নাই, ২২ জুলাই (আইএএনএস): তামিলগা ভেত্রি কাজগম (টিভিকে)-র উথাঙ্গারাইয়ের বিধায়ক ইলাইয়ারাজাকে দলবদলের প্রলোভন দেখানোর অভিযোগে দায়ের হওয়া মামলার তদন্তে নতুন গতি এসেছে। অর্থপাচারের সম্ভাব্য দিক খতিয়ে দেখতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র একটি দল করুরে পৌঁছেছে বলে জানা গিয়েছে।

সাম্প্রতিক সময়ে তামিলনাড়ুর অন্যতম রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর এই মামলার তদন্ত করছে চেন্নাইয়ের ট্রিপ্লিকেন পুলিশ। ইতিমধ্যেই মামলায় ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তদন্তের বিভিন্ন পর্যায়ে ৩ কোটিরও বেশি টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

তদন্তের অংশ হিসেবে প্রাক্তন তামিলনাড়ু মন্ত্রী ভি. সেথিল বালাজি এবং তাঁর ভাই অশোক কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছিল। তবে তাঁরা আগাম জামিনের আবেদন করে আদালতের কাছ থেকে গ্রেফতারি থেকে সুরক্ষা পান।

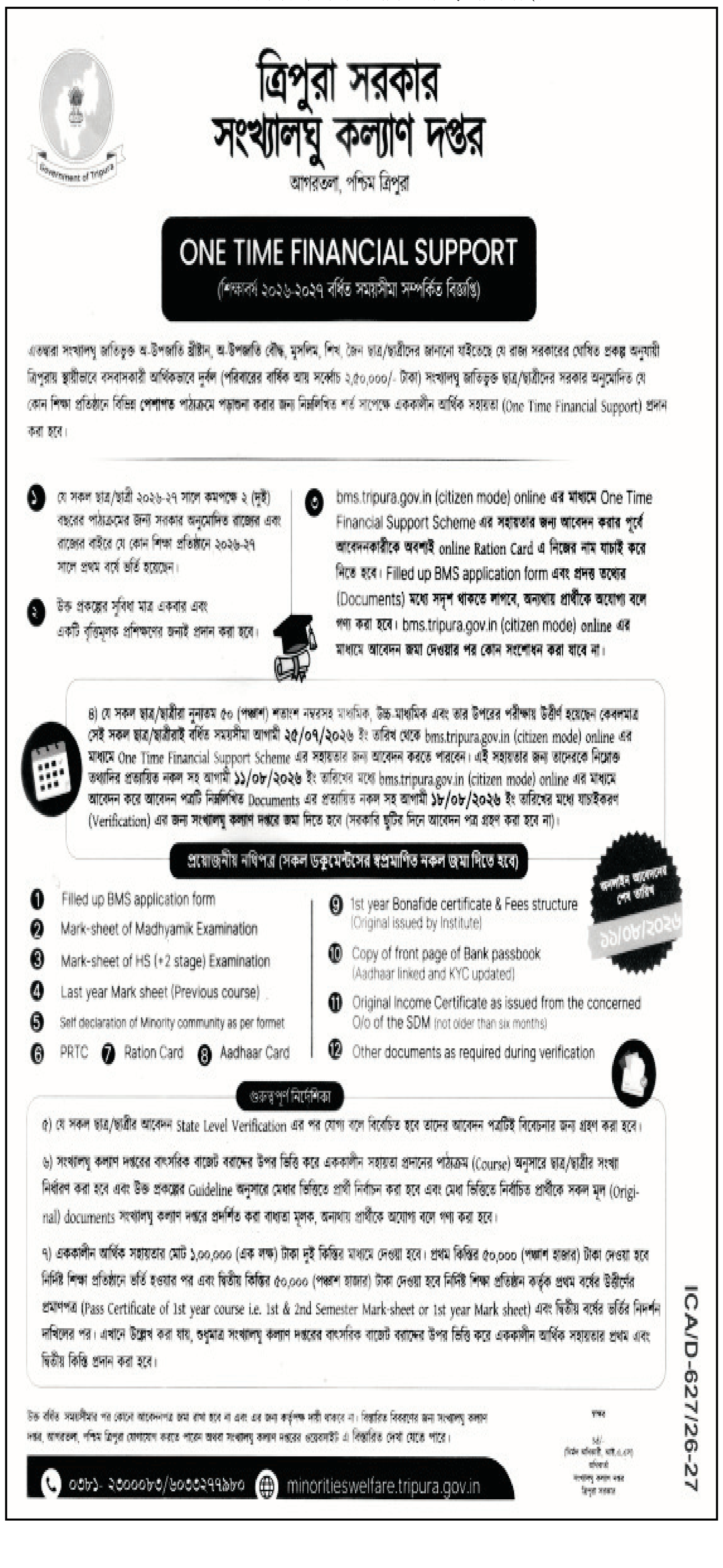

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

দারুচিনি, তেজপাতা চিনি, সুজির কৌটোয় দিলে পিঁপড়ে থাকবে না

রান্নাঘরের একটা চেনা ছবি দিয়ে শুরু করা যাক। সুজি বা চিনির কৌটোর ঢাকনাটা খুলতেই চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! চারদিক ছেয়ে গিয়েছে কালো বা লাল পিঁপড়ের দলে। আর একবার যদি মিষ্টির স্বাদ এই খুদে বাহিনীর মুখে লেগে যায়, তবে তাদের তাড়ানো যেন এক মহাভারত যুদ্ধ। চিনির দানা থেকে বেছে বেছে পিঁপড়ে ঝাড়তে গিয়ে গৃহিণীদের কালঘাম ছুটে যাওয়ার জোগাড় হয়। বাজারচলতি রাসায়নিক স্প্রে খাবারে দেওয়া যায় না, আবার পিঁপড়ের অত্যাচারও মুখ বুজে সহ্য করা অসম্ভব। কিন্তু জানেন কি, বিজ্ঞান বলছে পিঁপড়েরা তীব্র গন্ধ একেবারেই সহ্য করতে পারে না? তাদের এই দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়েই কোনও কেমিক্যাল ছাড়াই সুজি বা চিনির কৌটোকে একশো ভাগ পিঁপড়েমুক্ত রাখা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন শুধু আপনার হেঁশেলে থাকা ৩টি চেনা সুগন্ধি উপাদান।

লবঙ্গ: চিনির কৌটোর সবচেয়ে বড় এবং বিশ্বস্ত রক্ষাকবচ হল লবঙ্গ। এই ছোট্ট মশলাটির ঝাঁঝালো গন্ধ পিঁপড়েরা একদমই বরদাস্ত করতে পারে না। চিনির পাত্রে ৩ থেকে ৪টি আস্ত লবঙ্গ ফেলে রেখে দেখুন। এর কড়া গন্ধের কারণে পিঁপড়ের দল ওই কৌটোর সীমানায় আসার সাহসও পাবে না। চিনির স্বাদে কোনও বদল না এনেই এটি চমৎকার কাজ করে।

দারুচিনি: লবঙ্গের মতোই আরেক উপাদান হল দারুচিনি। মিষ্টি সুবাসের জন্য মানুষের কাছে দারুচিনি অত্যন্ত প্রিয় হলেও, পিঁপড়েদের কাছে এটি চরম অস্বস্তিকর। সুজি বা চিনির পাত্রের ভেতরে ছোট এক টুকরো দারুচিনির কাঠি রেখে দিলেই কেল্লাফতে। এই মশলার প্রাকৃতিক তেল পিঁপড়েকে দূরে রাখবে।

তেজপাতা: সবশেষে আসে তেজপাতার ম্যাজিক। বিরিয়ানি বা পায়েসের স্বাদ বাড়ানো তেজপাতা যে পিঁপড়ে তাড়াতেও এত কার্যকরী, তা অনেকেই জানেন না। ২-৩টি শুকনো তেজপাতা চিনির কৌটোর মধ্যে গুঁজে দিন। তেজপাতার তীব্র ও ভেষজ গন্ধ পিঁপড়েদের জন্য প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে কাজ করে। এর ফলে পিঁপড়েরা পথ হারিয়ে পালাবে কিন্তু আপনার চিনির গুণমান থাকবে একদম অক্ষুণ্ণ। তাই আর বারবার চিনি ঝেড়ে সময় নষ্ট নয়, আজই রান্নাঘরের এই সহজ এবং সুগন্ধি টোটকাগুলো ব্যবহার করে দেখুন। নিমিষেই দূর হবে পিঁপড়ের উপদ্রব, আর আপনার হেঁশেল থাকবে সুরক্ষিত ও সুবাসিত।

রসুনের খোসা ছাড়ানো সহজ উপায়

রান্নাঘরের কাজ মানেই গুচ্ছের খাটুনি, আর তার মধ্যে সবচেয়ে বিরক্তিকর ও সময়সাপেক্ষ কাজ হল রসুনের খোসা ছাড়ানো। রসুনের কোয়াগুলো এতটাই ছোট আর খোসাগুলো এত পাতলা হয় যে, নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে ছাড়াতে গিয়ে আঙুলে ব্যথা হয়ে যাওয়ার জোগাড় হয়। প্রতিদিনের রান্নায় রসুন ছাড়া অনেকেরই চলে না, কিন্তু এই একঘেয়ে কাজের ভয়ে অনেকেই বিরক্ত হন। তবে আধুনিক ও স্মার্ট রান্নাঘরে খাটুনি হবে কম, আর কাজ হবে ঝটপট। নখে হাত না দিয়েই কীভাবে সেকেন্ডের মধ্যে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া যায় জেনে নিন। গৃহিণীদের মুশকিল আসান করতে রইল তেমনই ৩টি দুর্দান্ত হ্যাক।

মাইক্রোওয়েভ আপনার রান্নাঘরে যদি একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন থাকে, তবে রসুনের খোসা ছাড়ানো এখন স্রেফ বাঁহাতের খেল। আস্ত রসুনের কোয়াগুলো একটি পাত্রে সাজিয়ে মাত্র ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ডের জন্য মাইক্রোওয়েভ করে নিন। বিজ্ঞানের নিয়মে, সামান্য তাপে রসুনের ভেতরের আর্দ্রতা বাষ্পীভূত হতে চেষ্টা করে, যার ফলে খোসা ও কোয়ার মধ্যকার বন্ধন আলগা হয়ে যায়। গরম অবস্থা থেকে বের করে হাত দিয়ে হালকা চাপ দিলেই খোসাগুলো নিজে থেকেই অনায়াসে ছেড়ে আসবে। স্টিলের বাটি মাইক্রোওয়েভ না থাকলেও চিন্তার কোনও কারণ নেই। দুটি স্টিলের বাটি দিয়েই কেল্লাফতে করা সম্ভব। রসুনের কোয়াগুলো আলাদা করে প্রথমে একটি স্টিলের বাটিতে রাখুন। এবার ওপর থেকে আর একটি সমমাপের বাটি উল্টে দিয়ে একটি বন্ধ বাক্সের মতো বানিয়ে নিন। এরপর দুই হাত দিয়ে চেপে ধরে জোরে জোরে বাটি দুটিকে ঝাঁকাতে বা শেক করতে থাকুন প্রায় ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড। বাটির ভেতরের দেওয়ালে রসুনের ক্রমাগত ধাক্কা লাগার ফলে ঘর্ষণে খোসাগুলো নিজে থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। কোনও রকম পরিশ্রম ছাড়াই পরিষ্কার রসুন পেয়ে যাবেন হাতেনাতে।

হালকা গরম জল যদি রান্নার হাতে কিছুটা সময় থাকে, তবে গরম জলের এই থেরাপিটি বেশ কার্যকর। রান্নার মূল প্রস্তুতি শুরু করার মিনিট দশেক আগে রসুনের কোয়াগুলো হালকা গরম জলে ভিজিয়ে রেখে দিন। জলের সংস্পর্শে এসে এবং তাপের কারণে রসুনের শুষ্ক খোসা জল শোষণ করে নরম হয়ে ফুলে উঠবে। ১০ মিনিট পর জল থেকে রসুনগুলো তুলে আঙুল দিয়ে সামান্য চাপ দিলেই খোসা সুড়সুড় করে গলে বেরিয়ে আসবে। স্মার্ট রাঁধুনিদের জন্য এই ট্রিকগুলো যেমন সময় বাঁচাবে, তেমনই রান্নার আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলবে। আজই ট্রাই করে দেখুন এই ঘরোয়া উপায়গুলো!

ওটস খেলে শরীরে কী কী ঘটে

ওটস এখন আর পাঁচটা সাধারণ খাবারের মতো নয়, বরং আধুনিক লাইফস্টাইলে সুপারফুড হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। সকালের ব্যস্ত সময়ে চটজলদি পুষ্টি পেতে অনেকেই এখন পরোটা বা পাউরুটির বদলে বাটি ভরতি ওটসের ওপর ভরসা রাখছেন। কেউ ওটসের খিচুড়ি পছন্দ করছেন, আবার কেউ রাতে দুধ-দইয়ে ভিজিয়ে রাখা 'ওভারনাইট ওটস' খাচ্ছেন। কিন্তু প্রতিদিন নিয়ম করে এই খাবারটি পেটে গেলে শরীরের অন্দরে ঠিক কী ধরনের বদল আসে? চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং গ্যাস্ট্রো বিশেষজ্ঞরা বলছেন, টানা এক মাস যদি সকালের ব্রেকফাস্টে ওটস রাখা যায়, তবে স্বাস্থ্যের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

হজমশক্তির উন্নতি ও কোষ্ঠকাঠিন্য মুক্তি: ওটসে রয়েছে 'বেটা-গ্লুক্যান' নামের এক বিশেষ ধরনের দ্রবণীয় ফাইবার। গবেষকদের মতে, এই উপাদানটি খাদ্যনালীতে গিয়ে একটি পিচ্ছিল স্তর তৈরি করে, যা মলত্যাগ সহজ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্যের অবসান ঘটায়। শুধু তাই নয়, এই ফাইবার পাকস্থলীতে থাকা উপকারী ব্যাকটেরিয়াদের প্রধান খাদ্য। ফলে হজম ক্ষমতা বাড়ে বহুগুণ। ওজন নিয়ন্ত্রণ ও মেদ ঝরানো: ওজন কমানোর লড়াইয়ে ওটস এক দারুণ হাতিয়ার। এটি খাওয়ার পর শরীর থেকে বিশেষ কিছু হরমোনের ক্ষরণ বাড়ে, যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে। ফলে অসময়ে ভাজাভুজি বা অতিরিক্ত ক্যালরি খাওয়ার ইচ্ছেটা নিজে থেকেই মরে যায়। মেটাবলিজম বাড়াতে এবং শরীর থেকে ক্ষতিকর টক্সিন বের করে দিতেও এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবিটিস রোগীদের ক্ষেত্রেও ওটস রক্তে শর্করার মাত্রা হুট করে বাড়তে দেয় না, কারণ এটি শরীরে খুব ধীরে ধীরে শোষিত হয়। তবে চিকিৎসকদের একটি পরামর্শ মাথায় রাখা জরুরি, ওটস খাওয়ার পাশাপাশি সারা দিনে পর্যাপ্ত জল না খেলে কিন্তু উল্টে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার ওটসকে তখনই উপকারী বলা যাবে, যখন এতে কৃত্রিম চিনি বা ফ্লেভারড সিরাপ মেশানো হবে না। পুষ্টিগুণ ধরে রাখতে রোলড ওটসের সঙ্গে টক দই, তাজা ফল এবং সামান্য দারচিনি গুঁড়ো মিশিয়ে নেওয়া সবচেয়ে ভালো। চিকিৎসকদের মতে, রান্না করা ওটস আর ভিজিয়ে রাখা ওটসের পুষ্টিগুণ সমান হলেও, রাতে ভিজিয়ে রাখলে এর ফাইটিক অ্যাসিড কমে যায়, যা শরীরের খনিজ শোষণে সাহায্য করে। তবে মনে রাখবেন, ডায়েটে বৈচিত্র্য রাখা জরুরি, তাই শুধু ওটস নয়, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অন্যান্য পুষ্টিকর খাবারও তালিকায় রাখুন।

ফাস্ট চার্জার ব্যবহারের আগে সাবধান

স্মার্টফোন এখন আমাদের জীবনের এমন এক সঙ্গী, যাকে ছাড়া এক মুহূর্তও চলা দায়। আর এই ব্যস্ত সময়ে অন্যতম বড় আশীর্বাদ হলো ফাস্ট চার্জিং প্রযুক্তি। মাত্র আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টার মধ্যে শূন্য থেকে ১০০ শতাংশ চার্জ, যা আগে ভাবাই যেত না! শুধু ফোন নয়, ল্যাপটপ থেকে বৈদ্যুতিক গাড়ি, সব জায়গাতেই এখন রাজত্ব করছে এই প্রযুক্তি। কিন্তু প্রশ্ন হল, নিমেষের মধ্যে ফোন চার্জ করার এই আধুনিক প্রযুক্তির আড়ালে কি লুকিয়ে আছে বড় কোনও বিপদ? ফাস্ট চার্জিং কি সত্যিই ব্যাটারির আয়ু কমিয়ে দিচ্ছে?

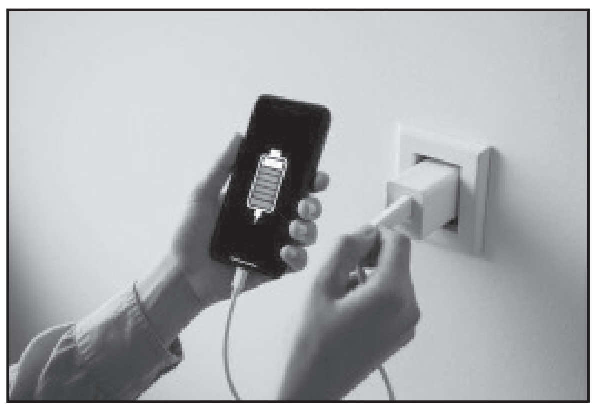

বিজ্ঞানীরা বলছেন, এক কথায় উত্তর দিলে বলতে হবে, 'হ্যাঁ, ক্ষতি হচ্ছে'। ফাস্ট চার্জিং মূলত নির্দিষ্ট কিছু পরিস্থিতিতে ব্যাটারির ভেতরের ক্ষয়কে ত্বরান্বিত করে। আজকের গ্যাজেটগুলোতে থাকে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, যার ভেতরে প্রধানত দুটি অংশ থাকে, ক্যাথোড এবং অ্যানোড। চার্জ করার সময় লিথিয়াম আয়নগুলো ব্যাটারির ভেতর দিয়ে ছুটে গিয়ে অ্যানোডে জমা হয়, আর ব্যবহারের সময় তা উল্টো পথে ফিরে আসে। সাধারণ চার্জিংয়ে কম কারেন্ট ব্যবহার করা হয় বলে আয়নগুলো শান্তভাবে অ্যানোডে গিয়ে বসে। ফলে ব্যাটারিতে চাপ পড়ে না। কিন্তু ফাস্ট চার্জিংয়ে কারেন্টের পরিমাণ একলফটে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে আয়নগুলোর মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। চিনের জিয়ান জিয়াওটং বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ঝিউয়ান জিয়াং জানান, এই প্রক্রিয়ায় ব্যাটারির মূলত দুই ধরনের ক্ষতি হয়:

লিথিয়াম প্লেটিং: আয়নগুলো দ্রুত ছোটার ফলে অ্যানোডে বসার সময় পায় না। এতে অ্যানোডের ওপর ধাতব আস্তরণ তৈরি হয়, যাকে লিথিয়াম প্লেটিং বলে। এতে ব্যাটারির ধারণক্ষমতা কমে। খারাপ পরিস্থিতিতে ভেতরে সূঁচের মতো 'ডেনড্রাইট' তৈরি হতে পারে, যা ব্যাটারি ফুটো করে দেওয়ার মতো বিপজ্জনক কাণ্ড ঘটাতে পারে।

অতিরিক্ত তাপ: দ্রুত কারেন্ট প্রবাহের কারণে প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। এই উচ্চ তাপমাত্রা ব্যাটারির রাসায়নিক উপাদান নষ্ট করে এবং ব্যাটারি ফুলে যাওয়া বা বিস্ফোরণের ঝুঁকি বাড়ায়।

তবে আশার কথা হলো, আধুনিক ডিভাইসে 'ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' থাকে। ফোন বেশি গরম হয়ে গেলে এই সিস্টেম নিজে থেকেই চার্জিংয়ের গতি কমিয়ে দেয়। ব্যাটারির আয়ু বাড়ানোর সহজ উপায়: ১. ২০ থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ব্যাটারির জন্য আদর্শ। কড়া রোদে ফোন রেখে চার্জ দেওয়া একদমই উচিত নয়।

২. চার্জ সবসময় ২০ থেকে ৮০ শতাংশের মধ্যে রাখলে ব্যাটারির ওপর চাপ কম পড়ে। ৩. ফুল চার্জ হয়ে যাওয়ার পরও সারাক্ষণ প্লাগ ইন করে রাখা এড়িয়ে চলুন।

কাটা ফল কালো হওয়া আটকানোর ৫টি সহজ টোটকা

আপেল, কলা, নাশপাতি কিংবা অ্যাভোকাডোদৈনন্দিন ডায়েটে ফল থাকা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু অনেকেই এক সাধারণ সমস্যার মুখোমুখি হন। ফল কাটার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেগুলোর রঙ বদলে বাদামি বা কালচে হয়ে যায়। বিশেষ করে কিছুক্ষণ খোলামেলা রেখে দিলে বা টিফিনে দিলে দেখতে আর মোটেও লোভনীয় লাগে না। ফলে অনেকেই ধরে নেন ফলটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে এবং তা ফেলে দেন।

তবে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও খাদ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, রং পরিবর্তন মানেই কিন্তু ফল নষ্ট হয়ে যাওয়া নয়। ফল কাটার পর বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে এলে এতে উপস্থিত এনজাইমের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে রঙ পরিবর্তন হতে শুরু করে। এর সঙ্গে গরম আবহাওয়া ও ভুল উপায়ে তুলে রাখা সমস্যা আরও বাড়িয়ে দেয়। একটু সতর্ক হলেই এবং সহজ কিছু কৌশল মানলেই কাটা ফলকে দীর্ঘক্ষণ সতেজ রাখা সম্ভব।

১. লেবুর রসের জাদু: কাটা আপেল, কলা বা নাশপাতির টুকরোর ওপর সামান্য লেবুর রস ছড়িয়ে দিন। লেবুতে থাকা ভিটামিন সি বা অ্যাসকরবিক অ্যাসিড ফলের এনজাইমকে বাতাসের সংস্পর্শে এসে রঙ পরিবর্তন করতে বাধা দেয়। তবে খেয়াল রাখবেন, লেবুর রস যেন খুব বেশি না হয়, যাতে ফলের আসল স্বাদ নষ্ট না হয়। ২. এয়ারটাইট পাত্রের ব্যবহার: কাটা ফল কখনওই পাত্রে খোলা রাখবেন না। কাটার পরপরই এয়ারটাইট (হাওয়া ঢোকে না এমন) কৌটোয় ভরে ফেলুন। বাতাসের সংস্পর্শ যত কম হবে, ফল তত কম কালো হবে।

৩. শীতল তাপমাত্রায় সংরক্ষণ: ফল কাটার পর তা বেশিক্ষণ ঘরের সাধারণ তাপমাত্রায় ফেলে রাখা একদমই উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে না খেলে এয়ারটাইট পাত্রে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। ঠান্ডা তাপমাত্রা এনজাইমের প্রক্রিয়াকে ধীর করে দেয় এবং ফলের সতেজতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ৪. প্রয়োজন অনুযায়ী ফল কাটুন: অনেক আগে থেকে ফল কেটে রাখা এড়িয়ে চলুন। যখন যতটুকু খাওয়ার প্রয়োজন, ঠিক ততটুকুই কাটুন। এতে ফলের পুষ্টিগুণ, স্বাদ এবং স্বাভাবিক রঙসবই বজায় থাকে। ফল কাটার জন্য সবসময় পরিষ্কার-শুকনো পাত্র, ধারালো ছুরি এবং পরিষ্কার কাটিং বোর্ড ব্যবহার করুন। খুব বেশি দিন ধরে ফ্রিজে জমিয়ে রাখবেন না।

জানেন স্ক্র্যাচ পড়া ননস্টিক প্যানে রান্না করা খাবার খেলে শরীরে কী কী ঘটে?

রান্নাঘরে ঝটপট তেল ছাড়া রান্নার জন্য নন-স্টিক কড়াই বা প্যান এখন আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে। তবে সাধের এই প্যানে যদি সামান্য একটা আঁচড় বা স্ক্র্যাচ পড়ে, তবে তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার ফ্লিন্ডার্স ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব নিউজিল্যান্ডের গবেষকদের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এই চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে এসেছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে নন-স্টিক প্যানের ওপর যে বিশেষ কোটিং বা আস্তরণ থাকে, তাতে মাত্র একটি ছোট ফাটল ধরলেই রান্না করার সময় প্রায় ৯,১০০টি মাইক্রোপ্লাস্টিক কণা খাবারের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। আর যদি প্যানের সেই আস্তরণের কিছুটা অংশ পুরোপুরি উঠে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেখান থেকে প্রায় ২৩ লক্ষেরও বেশি প্লাস্টিক কণা নির্গত হতে পারে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, এই কণাগুলোর মধ্যে কিছু কণা মানুষের চুলের চেয়েও প্রায় এক হাজার গুণ বেশি পাতলা, যা খালি চোখে দেখাই যায় না।

আসলে বাজারে থাকা বেশিরভাগ নন-স্টিক প্যানেই এক ধরণের বিশেষ কোটিং ব্যবহার করা হয়, যাকে আমরা সাধারণ ভাষায় "টেফলন" বলে থাকি। বিজ্ঞানের ভাষায় এই টেফলন হল পলিটেট্রাফ্লুরোইথিলিন বা পিটিএফই, যা আসলে এক ধরণের প্লাস্টিক। এটি রাসায়নিকের একটি বড় গ্রুপ বা আমব্রেলা ক্লাসের অন্তর্ভুক্ত, যাকে বলা হয় পিএফএএস বা "ফরএভার কেমিক্যালস"। গবেষকেরা উন্নত প্রযুক্তির রামান ইমেজিং এবং স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে পরীক্ষা করে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণাগুলোর উপস্থিতি শনাক্ত করেছেন। পরীক্ষার জন্য নতুন এবং প্রায় দুই বছরের পুরনো প্যান নিয়ে রান্না করার সময়কার সাধারণ নাড়াচাড়ার প্রক্রিয়াটি অনুকরণ করা হয়েছিল। ফলাফলে দেখা যায় যে পুরনো প্যানগুলো থেকে নতুন প্যানের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণে প্লাস্টিক কণা খাবারে মিশে গিয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এই "ফরএভার কেমিক্যালস" আমাদের শরীরের জন্য ঠিক কতটা ক্ষতিকর এবং এটি কেন চিন্তার কারণ? মার্কিন পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থা বা ইপিএ-এর গবেষণা অনুযায়ী, এই পিএফএএস রাসায়নিকের সংস্পর্শে এলে মানুষের প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পেতে পারে। এর পাশাপাশি এটি শিশুদের স্বাভাবিক বাড়বৃদ্ধি ব্যাহত করতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে ক্যানসারের ঝুঁকিও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। নন-স্টিক প্যান দীর্ঘদিন ভালো রাখতে এবং এই স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে আমাদের রান্নার অভ্যাসে কিছু ছোট ছোট পরিবর্তন আনা অত্যন্ত জরুরি। নন-স্টিক কড়াইতে রান্না করার সময় কখনওই স্টিল বা লোহার চামচ কিংবা খুন্তি ব্যবহার করা উচিত নয়। এর পরিবর্তে সবসময় সিলিকন, কাঠ বা প্লাস্টিকের তৈরি চামচ ও খুন্তি ব্যবহার করলে প্যানের আস্তরণ সুরক্ষিত থাকে।

অনেকেরই রান্নাঘরে বাসন ধোয়ার পর তা ক্যাবিনেটে একটার ওপর আর একটা স্তূপ করে রাখার অভ্যাস রয়েছে, যা প্যানের কোটিং নষ্ট হওয়ার অন্যতম বড় কারণ। নন-স্টিক প্যানগুলো রাখার সময় সেগুলোর মাঝখানে কোনও নরম কাপড় বা পেপার টাওয়েল দিয়ে রাখা উচিত, যাতে ঘষা লেগে স্ক্র্যাচ না পড়ে। এছাড়া কড়াই ধোয়ার সময় ভুলেও স্টিলের স্ক্রাবার ব্যবহার করা যাবে না।

যদি আপনার সাধের নন-স্টিক প্যানের কোটিং বা আস্তরণটি চটে গিয়ে থাকে, রঙ বদলে যায় কিংবা তাতে স্পষ্ট আঁচড় দেখা যায়, তবে সেটি অবিলম্বে বাতিল করুন। কম নাড়াচাড়া করতে হয় এমন হালকা খাবার যেমন ডিম ভাজা বা প্যানকেক তৈরির জন্য নন-স্টিক প্যান তুলে রাখুন। আর প্রতিদিনের ভারী রান্নার জন্য স্টেইনলেস স্টিল বা কাস্ট আয়রনের কড়াই ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।

সোনায় কেন মরচে পড়ে না?

লোহা বা তামার মতো ধাতুতে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মরচে ধরা বা বিবর্ণ হওয়ার প্রবণতা দেখা গেলেও সোনা সবসময়ই থাকে নতুনের মতো উজ্জ্বল। বছরের পর বছর পার হয়ে গেলেও সোনার এই চিরন্তন দীপ্তি কেন একটুও কমে না, তা নিয়ে সাধারণ মানুষের কৌতূহলের শেষ নেই। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এই রহস্যের পেছনের আসল বৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজে পেয়েছেন।

ফিজিক্যাল রিভিউ লেটার্স সাময়িকীতে প্রকাশিত এই গবেষণা অনুযায়ী, সোনার পৃষ্ঠে থাকা পরমাণুগুলোর মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিরোধী ক্ষমতা কাজ করে। সাধারণ অবস্থায় বাতাসে থাকা অক্সিজেন যখন কোনও ধাতুর সংস্পর্শে আসে, তখন সেই ধাতুর ওপর অক্সিডেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সোনার ক্ষেত্রে এই চেনা রাসায়নিক বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ নেয় যা বিজ্ঞানীদের চমকে দিয়েছে। অক্সিডেশন বা জারণ প্রক্রিয়ার নিয়ম হল, বাতাসে থাকা অক্সিজেনের দুটি পরমাণুর অণুকে প্রথমে ভেঙে আলাদা হতে হয়। এরপর সেই একক পরমাণুগুলো ধাতুর উপরিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সাইড স্তর তৈরি করে, যা মরচে হিসেবে প্রকাশ পায়।

গবেষক সান্ত্ব বিশ্বাস ও ম্যাথিউ মন্টেমোর দেখিয়েছেন যে সোনা এই অক্সিজেন অণু ভাঙার প্রক্রিয়াটিকেই সফলভাবে আটকে দেয়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, সোনার ওপরের স্তরে থাকা পরমাণুগুলো নিজেদের বিন্যাস খুব দ্রুত পরিবর্তন করে নিতে পারে। মুক্ত বাতাসে আসার সঙ্গে সঙ্গেই এই পরমাণুগুলো নিজেদের সাধারণ বর্গাকার বিন্যাস বদলে সম্পূর্ণ একটি ষড়ভুজাকার বা হেক্সাগোনাল গঠনে রূপ নেয়। এই নতুন ও জটিল পারমাণবিক কাঠামোটি অক্সিজেনের অণুকে ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অকার্যকর হিসেবে কাজ করে। বিজ্ঞানীদের হিসাব অনুসারে, সোনার পরমাণুর এই বিশেষ রূপান্তর যদি প্রকৃতির নিয়মে না ঘটত, তবে সোনাও অন্যান্য সাধারণ ধাতুর মতোই আচরণ করত। এই বিন্যাস পরিবর্তন না হলে বাতাসে উন্মুক্ত করার মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সোনা জারিত হতে শুরু করত এবং তার চিরচেনা রূপালি-হলুদ আভা হারিয়ে যেত। এই প্রাকৃতিক সুরক্ষাকবচের কারণেই সোনা হাজার বছর ধরে মাটির নিচে থাকলেও নষ্ট হয় না।

তবে বিশেষ কিছু গবেষণাগারের কৃত্রিম পরিস্থিতিতে বা চরম অবস্থায় সোনা অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সোনা অক্সাইড তৈরি করতে পারে না তা নয়। কিন্তু এই রাসায়নিক যৌগটি প্রকৃতিগতভাবেই অত্যন্ত অস্থিতিশীল ও দুর্বল হয়ে থাকে। এর ফলে সোনার ওপর যদি কখনও অত্যন্ত পাতলা একটি অক্সাইডের স্তর তৈরিও হয়, তা স্থায়ী না হয়ে খুব দ্রুত নিজে থেকেই ভেঙে যায়। গবেষক ম্যাথিউ মন্টেমোর জানিয়েছেন, সোনার পরমাণুর অবস্থানের এই সামান্যতম পরিবর্তন অক্সিডেশনের গতিকে এক ধাক্কায় এক বিলিয়ন থেকে এক ট্রিলিয়ন গুণ পর্যন্ত কমিয়ে দিতে পারে। পরমাণুর এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নড়াচড়া ও বিন্যাস বদলই মূলত সোনাকে প্রকৃতির অন্যতম সেরা ও অপরিবর্তনশীল ধাতু হিসেবে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করেছে।

বিজ্ঞানীদের মতে, সোনার এই অনন্য বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের ফলে শুধুমাত্র মরচে না ধরার রহস্যই উন্মোচিত হয়নি, বরং এটি ভবিষ্যতের বিজ্ঞানকে আরও পথ দেখাবে। এই নতুন তথ্যকে কাজে লাগিয়ে আগামীদিনে অত্যন্ত কার্যকর ও শক্তিশালী অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট তৈরি করা সম্ভব হবে, যা বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রের রাসায়নিক বিক্রিয়াকে আরও অনেক বেশি দক্ষ এবং সাশ্রয়ী করে তুলবে।

বুধবার আগরতলায় বাম সংগঠনের উদ্যোগে এক র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যুতায়িত রেল নেটওয়ার্ক এখন ভারতের, লোকসভায় জানালেন অশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (আইএএনএস): বিশ্বের বৃহত্তম বিদ্যুতায়িত রেল নেটওয়ার্কের দেশ হিসেবে উঠে এসেছে ভারত। দেশের ব্রডগেজ রেলপথের ৯৯.৬ শতাংশ ইতিমধ্যেই বিদ্যুতায়িত হয়েছে, যা বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ। একমাত্র সুইজারল্যান্ডে ১০০ শতাংশ রেলপথ বিদ্যুতায়িত হলেও তাদের রেল নেটওয়ার্ক ভারতের তুলনায় অনেক ছোট বলে বুধবার লোকসভায় জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

লোকসভায় লিখিত উত্তরে তিনি জানান, রেলপথ বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে ভারত চীন (৮২ শতাংশ), স্পেন (৬৭ শতাংশ), জাপান (৬৪ শতাংশ), ফ্রান্স (৬০ শতাংশ) এবং যুক্তরাজ্য (৩৯ শতাংশ)-এর থেকেও এগিয়ে রয়েছে।

মন্ত্রী বলেন, ভারতীয় রেল বিশ্বের দ্রুততম রেল বিদ্যুতায়ন কর্মসূচিগুলির একটি বাস্তবায়ন করেছে। যেখানে অনেক দেশ শুধু ব্যস্ত যাত্রী ও পণ্যবাহী রুটগুলিকে বিদ্যুতায়িত করেছে, সেখানে ভারত সম্পূর্ণ ব্রডগেজ রেল নেটওয়ার্ক বিদ্যুতায়নের লক্ষ্য নিয়ে এগিয়েছে।

তিনি জানান, ২০১৪ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে মিশন মোডে ৪৮,০৭২ রুট কিলোমিটার রেলপথ বিদ্যুতায়িত করা হয়েছে। এর আগে প্রায় ৬০ বছরে বিদ্যুতায়িত হয়েছিল মাত্র ২১,৮০১ রুট কিলোমিটার।

অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, রেলপথ বিদ্যুতায়নের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমেছে, ডিজেলের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং কার্বন নিঃসরণও কমেছে। একই সঙ্গে ট্রেনের বহনক্ষমতা ও গতি বৃদ্ধি পাওয়ায় যাত্রার সময় কমেছে এবং পরিষেবার দক্ষতা বেড়েছে।

তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে যেখানে রেল চলাচলের জন্য ২৯৩ কোটি লিটার ডিজেল ব্যবহৃত হয়েছিল, সেখানে ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তা কমে হয়েছে ১০৮ কোটি লিটার। অর্থাৎ প্রায় ১৮৫ কোটি লিটার ডিজেল সাশ্রয় হয়েছে, যার ফলে জ্বালানি আমদানিতে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

মন্ত্রী আরও জানান, ভারতীয় রেলের স্বল্প-কার্বন পরিচালনাকে শক্তিশালী করতে ইতিমধ্যেই ১,২৬০ মেগাওয়াটেরও বেশি সৌর ও বায়ুশক্তি উৎপাদন ক্ষমতা চালু হয়েছে। সড়ক পরিবহণের তুলনায় রেলপথে কার্বন ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ প্রায় ৮৯ শতাংশ কম হওয়ায় পরিবেশবান্ধব পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেও এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

তিনি বলেন, বিদ্যুতায়িত রেলপথে সৌর, বায়ু এবং অন্যান্য নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার আরও সহজ। প্রায় সম্পূর্ণ রেল বিদ্যুতায়ন, নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহার এবং পরিকল্পিত বিদ্যুৎ সংগ্রহের মাধ্যমে ভারতীয় রেল টেকসই ও পরিবেশবান্ধব পরিচালনার লক্ষ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

এসসি, এসটি ও সংখ্যালঘু ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি: অভিযোগ তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর

হায়দরাবাদ, ২২ জুলাই (আইএএনএস): বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় তফসিলি জাতি (এসসি), তফসিলি উপজাতি (এসটি) এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত করছে বিজেপি বলে বুধবার অভিযোগ করলেন তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ. রেবন্ত রেড্ডি।

কোদাঙ্গল বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের বুথ লেভেল এজেন্টদের (বিএলএ) এক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, বিজেপি এবং ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র করছে। তাঁর অভিযোগ, কোদাঙ্গলে কংগ্রেস সমর্থকদের বিপুল সংখ্যক ভোট মুছে দিয়ে তাঁকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে।

রেবন্ত রেড্ডি বলেন, নাম আলাদা হলেও বিজেপি ও বিআরএস একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। রাজ্যস্তরে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব কমিয়ে দিতে দুই বিরোধী দল একজোট হয়ে পরিকল্পনা করেছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, বিরোধী দলগুলি কোদাঙ্গলে কংগ্রেস সমর্থকদের ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে। সরাসরি রাজনৈতিক লড়াইয়ে তাঁকে মোকাবিলা করতে না পেরে তারা 'পিছন থেকে আঘাত' করার পথ বেছে নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, বিরোধীদের রাজনৈতিকভাবে পরাজিত করার দায়িত্ব কোদাঙ্গলের মানুষেরই। আগামী ৩ আগস্ট এসআইআর প্রক্রিয়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই সমস্ত যোগ্য ভোটারের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য বুথ লেভেল এজেন্টদের আহ্বান জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, এখনও পর্যন্ত কোদাঙ্গল বিধানসভা কেন্দ্রে ১ লক্ষ ৯৬ হাজার ৬২০ জন ভোটার এসআইআর-এর জন্য আবেদন জমা দিয়েছেন। তবে এখনও ৫৪ হাজার ৬৩৫ জনের নাম নথিভুক্ত হয়নি, যা মোট ভোটারের প্রায় ২২ শতাংশ।

তিনি বলেন, একটি ভোট হারানো মানে নিজের পরিচয় হারানো। তাই কংগ্রেস কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার যাচাইয়ের ফর্ম পূরণে সাহায্য করার নির্দেশ দেন তিনি।

রেবন্ত রেড্ডি বুথ লেভেল এজেন্টদের আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে শতভাগ ভোটার নথিভুক্তির কাজ শেষ করার নির্দেশ দেন এবং বলেন, কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যেন বাদ না পড়ে। পাশাপাশি, তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ দেওয়ার জন্য কোদাঙ্গলের মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন তিনি।

ই২০ পেট্রোলে পুরনো গাড়িতে সামান্য মাইলেজ কমতে পারে, ইঞ্জিনের ক্ষতির প্রমাণ নেই: কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ জুলাই (আইএএনএস): ই২০ পেট্রোল ব্যবহারের ফলে ই১০ জ্বালানির জন্য তৈরি কিছু পুরনো গাড়িতে সামান্য জ্বালানি দক্ষতা কমতে পারে। তবে ইথানল-মিশ্রিত পেট্রোল ব্যবহারের কারণে ইঞ্জিনের ক্ষতি বা গাড়ি বিকল হওয়ার মতো ব্যাপক সমস্যার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি বলে বুধবার জানিয়েছে কেন্দ্র সরকার।

রাজ্যসভায় লিখিত উত্তরে কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রতিমন্ত্রী সুরেশ গোপী জানান, ই১০-উপযোগী পুরনো গাড়িগুলিতে জ্বালানি দক্ষতা সাধারণত ৩ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত কমতে পারে।

তিনি বলেন, গাড়ির মাইলেজ শুধু ইথানলের মাত্রার উপর নির্ভর করে না। চালকের গাড়ি চালানোর ধরন, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, টায়ারের বায়ুচাপ, হুইল অ্যালাইনমেন্ট এবং এয়ার কন্ডিশনার ব্যবহারের মতো একাধিক বিষয় জ্বালানি দক্ষতাকে প্রভাবিত করে।

মন্ত্রী আরও জানান, কিছু পুরনো গাড়িতে সামান্য মাইলেজ কমলেও ই২০ পেট্রোলের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বেশি অকটেন মান, উন্নত অ্যান্টি-নক ক্ষমতা, আরও কার্যকর দহন প্রক্রিয়া এবং মসৃণ গতিবৃদ্ধি।

এর আগে চলতি মাসের ৭ জুলাই 'বিকশিত ভারত কনক্লেভ'-এ কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি

অসমে বন্যার প্রভাব ২৫ জেলায়, ক্ষতিগ্রস্ত ৭.২৭ লক্ষের বেশি মানুষ; ত্রাণশিবির পরিদর্শনে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা

গুয়াহাটি, ২২ জুলাই (আইএএনএস): চলতি বছরের ২৯ এপ্রিল থেকে ২১ জুলাই পর্যন্ত অসমে প্রাকবর্ষা ও বর্ষাজনিত বন্যায় ২৫টি জেলায় মোট ৭ লক্ষ ২৭ হাজার ৫০৬ জন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বলে বুধবার জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে।

এক্স-এ পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, গোলপাড়া, কাছাড়, লখিমপুর, ধেমাজি, ডিব্রুগড়, যোরহাট, বিশ্বনাথ, চরাইদেও, নলবাড়ি, বজালি, চিরাং, কোকরাঝাড়, বঙ্গাইগাঁও, বাকসা, শিবসাগর, দরং, শোণিতপুর, তিনসুকিয়া, উদালগুড়ি, গোলাঘাট, নগাঁও, কার্বি আংলং, কামরূপ, কামরূপ মেট্রোপলিটন এবং হোজাই-সহ মোট ২৫টি জেলা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অসমের বন্যায় যে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার চিত্র অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আমি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে আশ্বস্ত করেছি, এই সংকটে তারা একা নয়। পুনর্বাসন ও জীবিকা পুনর্গঠনের প্রতিটি ধাপে রাজ্য সরকার তাদের পাশে রয়েছে।'

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় ৭৪টি রাজস্ব চক্র এবং ১,৭০০টি গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যজুড়ে ৯৫টি ত্রাণশিবিরে ১৮ হাজার ৫৭৪ জন আশ্রয় নিয়েছেন। পাশাপাশি খাদ্য, পানীয় জল ও অন্যান্য জরুরি সামগ্রী পৌঁছে দিতে ৪৬৯টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

চলতি মৌসুমে বন্যায় এখনও পর্যন্ত ৩১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে শিবসাগরে সর্বাধিক ১৪ জন, চরাইদেওতে ৬ জন, যোরহাটে ৫ জন, ধেমাজি ও গোলাঘাটে ২ জন করে এবং শোণিতপুর ও কার্বি আংলংয়ে ১ জন করে প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া ১৯ এপ্রিল কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলায় নগর বন্যায় আরও একজনের মৃত্যু হয়। এছাড়াও ধেমাজি, চরাইদেও এবং কার্বি আংলং জেলায় একজন করে মোট তিনজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

বন্যায় ৪০১টি বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে এবং আরও ১,৮৪৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি ১৮৫টি গবাদি পশু ও পোলট্রি প্রাণী ভেসে গিয়ে বা মারা গেছে। এর মধ্যে ১১৯টি বড় পশু, ৩১টি ছোট পশু এবং ৩৫টি পোলট্রি রয়েছে।

রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ত্রাণ, পুনর্বাসন এবং জরুরি পরিষেবা স্বাভাবিক করার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী চরাইদেও জেলার একটি ত্রাণশিবিরও পরিদর্শন করেন। সেখানে তিনি দুর্গতদের সঙ্গে কথা বলেন এবং ত্রাণশিবিরের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। তিনি জানান, শিবিরে চিকিৎসক দলসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবা উপলব্ধ রয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে সরকার সবসময় থাকবে।

অনন্তনাগে জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা এল-জি মনোজ সিনহার, অভিযানে নেতৃত্বে ডিজিপি; জোরদার তল্লাশি শুরু

শ্রীনগর, ২২ জুলাই (আইএএনএস): জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ শহরে জঙ্গি হামলায় এক পুলিশকর্মীর মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার গভীর শোক প্রকাশ ও তীব্র নিন্দা জানালেন লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। একইসঙ্গে হামলাকারীদের ধরতে শুরু হওয়া তল্লাশি অভিযানের তদারকিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপি নলিন প্রভাত। ডিজিপি নলিন প্রভাতের সঙ্গে বিশেষ ডিজিপি জাভিদ মুজতবা গিলানি এবং কাশ্মীরের আইজিপি ভি.কে. বীরদিও অনন্তনাগে পৌঁছে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযান পর্যবেক্ষণ করেন।

এক্স-এ এক পোস্টে এল-জি মনোজ সিনহা জানান, হামলার পর তিনি ডিজিপি নলিন প্রভাতের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'এই কাপুরুষোচিত জঙ্গি হামলার তীব্র নিন্দা করছি। এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না।'

কর্তব্যরত অবস্থায় প্রাণ হারানো হেড কনস্টেবল আশিক হুসেন কুরেশির পরিবারের প্রতিও গভীর সমবেদনা জানান তিনি। এল-জি বলেন, 'শহিদ আশিক হুসেন কুরেশির পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা। গোটা দেশ তাঁদের পাশে রয়েছে।'

প্রশ্নফাঁস-শিক্ষা বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে পাটনায় আইসার মিছিলে উত্তেজনা, কাঁদানে গ্যাস-জলকামান পুলিশের

পাটনা, ২২ জুলাই (আইএএনএস): প্রশ্নফাঁস, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আইসা)-র ডাকা বিক্ষোভ মিছিল বুধবার পাটনায় উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে ওঠে। রাজভবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং জলকামান ব্যবহার করে পুলিশ।

গান্ধী ময়দানের ১০ নম্বর গেট থেকে শুরু হওয়া এই মিছিলে হাজার হাজার ছাত্র-যুবক এবং সংগঠনের কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। রাজভবনের উদ্দেশে মিছিল এগোতে থাকলে জেপি গোলাম্বরের কাছে ব্যারিকেড দিয়ে তা আটকে দেয় পুলিশ।

এরপর ব্যারিকেড ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশকর্মীদের বচসা শুরু হয়, যা পরে সংঘর্ষে রূপ নেয়। পুলিশের অভিযোগ, এক পর্যায়ে কয়েকজন বিক্ষোভকারী নিরাপত্তারক্ষীদের লক্ষ্য করে ইট-পাথর ছুড়তে শুরু করেন।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায় এবং জলকামান ব্যবহার করে ভিড় ছত্রভঙ্গ করে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

আইসার দাবি, সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অবনতিশীল অবস্থা, বারবার প্রশ্নফাঁস এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়মের প্রতিবাদেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং বিহারের শিক্ষামন্ত্রী মিথিলেশ তিওয়ারির পদত্যাগ দাবি করেন। পাশাপাশি প্রশ্নফাঁসের ঘটনাগুলির দ্রুত তদন্ত, পরীক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, ৭.৫ সিজিপিএ যোগ্যতার শর্ত প্রত্যাহার, ফি বৃদ্ধি রদ, বিহারের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পিএইচডি গবেষকদের জন্য নন-নেট ফেলোশিপ চালু এবং পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার দাবি তোলেন।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, বারবার প্রশ্নফাঁস, শিক্ষার ব্যয় বৃদ্ধি এবং বেসরকারিকরণের ফলে দেশের ছাত্রসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই সঙ্গে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন খর্বের চেষ্টাও চলছে বলে দাবি তাদের।

পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি মোকাবিলায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এবং আরও বড় ধরনের অশান্তি এড়াতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হয়েছে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এলেও কিছু সময় এলাকায় উত্তেজনা বজায় ছিল। ঘটনার পরপরই গ্রেফতার বা আহতের বিষয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক তথ্য জানানো হয়নি।

"কালিঘাট সূত্রই দলকে ধ্বংস করবে" শহিদ দিবসের মঞ্চে অপমানিত হওয়ার অভিযোগ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২২ জুলাই (আইএএনএস): তৃণমূল কংগ্রেসের চারবারের লোকসভা সাংসদ ও প্রবীণ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে। মঙ্গলবার রাতে করা ওই পোস্টে তিনি অভিযোগ করেছেন, শহিদ দিবসের সমাবেশে বক্তব্য রাখার সময় তাঁকে বারবার বাধা দেওয়া হয়েছে এবং অপমানের মুখে পড়তে হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, দলের অভ্যন্তরে থাকা একাংশ, যাদের তিনি "কালিঘাট সূত্র" বলে উল্লেখ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে বিভ্রান্তিকর তথ্য সংবাদমাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত এবং দলের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আইনি মামলায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। তবে তাঁর সাম্প্রতিক মন্তব্যে দলের অন্দরে অসন্তোষের ইঙ্গিত মিলেছে বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত।

সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'এই "কালিঘাট সূত্র"ই দলকে ধ্বংস করবে।' দক্ষিণ কলকাতার কালিঘাটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি বাসভবন এবং সেখান থেকেই দলের বিভিন্ন সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। সেই কারণেই তিনি এই গোষ্ঠীকে "কালিঘাট সূত্র" বলে উল্লেখ করেছেন। মঙ্গলবারের শহিদ দিবসের সমাবেশে কীভাবে তাঁর বক্তব্যে একাধিকবার বিঘ্ন ঘটেছে, তাও পোস্টে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বক্তব্য রাখার সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে পৌঁছনোর পর তিনি প্রায় পাঁচ মিনিট বক্তব্য বন্ধ রাখতে বাধ্য হন।

পোস্টে তিনি লিখেছেন, বক্তব্য চলাকালীন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে উঠে প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে বিভিন্নজনের সঙ্গে দেখা করেন। সেই কারণে তাঁকে বক্তব্য থামিয়ে রাখতে হয়। পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মঞ্চে এলে তাঁকে আবারও বক্তব্য বন্ধ করতে হয়। এরপর তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বক্তব্য চালিয়ে যাবেন কি না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মতি দেওয়ার পর তিনি ফের বক্তব্য শুরু করেন।

একই পোস্টে নিজের রাজনৈতিক আনুগত্যের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, দলের অধিকাংশ বিধায়ক যখন বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আলাদা শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন, তখনও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিই অনুগত ছিলেন।

গত দু"মাসে জনরোষের আশঙ্কায় দলের অন্য কোনও নেতা জেলায় যেতে সাহস পাননি বলেও দাবি করেছেন তিনি। তাঁর কথায়, এই সময়ে তিনি নিজেই বিভিন্ন জেলায় ঘুরে দলের কর্মীদের উৎসাহ জুগিয়েছেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে।

অজিত পাওয়ারের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রী মোদির, আবেগঘন বার্তায় স্মরণ সুনেত্রা, সুপ্রিয়া-সহ রাজনৈতিক মহল

নয়াদিল্লি/মুম্বই/বারামতি, ২২ জুলাই (আইএএনএস): প্রয়াত মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের জন্মবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে শ্রদ্ধা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে আবেগঘন বার্তায় প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করেছেন তাঁর স্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার, এনসিপি (এসপি)-র সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস, উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা।

এক্স-এ প্রধানমন্ত্রী মোদি লেখেন, 'অজিত পাওয়ারজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করছি। সমাজসেবা এবং মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সমাজের সব স্তরের মানুষের কাছে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন। রাজ্যের এনডিএ সরকার তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।' মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীসও এক্স-এ অজিত পাওয়ারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, দূরদর্শী, সর্বসমন্বয়ী ও জনমুখী নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি মহারাষ্ট্রের উন্নয়নে স্থায়ী ছাপ রেখে গিয়েছেন। অজিত পাওয়ারের স্ত্রী এবং বর্তমানে মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা পাওয়ার আবেগঘন বার্তায় লেখেন, এত বছর আনন্দ-উচ্ছ্বাসের সঙ্গে স্বামীর জন্মদিন পালন করলেও এবার প্রথমবার সেটি "জয়ন্তী" হিসেবে পালন করতে হচ্ছে। তিনি বলেন, 'আজও মন এই কঠিন সত্য মেনে নিতে পারছে না। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তুমি ছিলে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি। আজ সবকিছু যেন হঠাৎ শূন্য হয়ে গেছে।' তিনি আরও জানান, অজিত পাওয়ারের আদর্শ, মানুষের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধ এবং ভালোবাসা চিরকাল তাঁর হৃদয়ে বেঁচে থাকবে। বারামতিতে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অজিত পাওয়ারের স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সুনেত্রা পাওয়ার। তাঁর এই বার্তা প্রকাশের পর রাজ্যজুড়ে দলীয় কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়।

এনসিপি (এসপি)-র সাংসদ সুপ্রিয়া সুলেও ভাই অজিত পাওয়ারকে স্মরণ করে বলেন, 'আজও মনে হয় দাদা আমাদের মধ্যেই রয়েছেন। কাগজে-কলমে আজ তাঁর জয়ন্তী হলেও, আমাদের কাছে আজও এটি তাঁর জন্মদিন।' তিনি বলেন, অজিত পাওয়ারের স্নেহ, নেতৃত্ব ও অভিভাবকসুলভ উপস্থিতির অভাব আজও গভীরভাবে অনুভূত হয়।

উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে বলেন, 'আজকের দিনটি এক চোখে আনন্দ, অন্য চোখে অশ্রু নিয়ে এসেছে। অজিতদাদার শূন্যস্থান কেউ পূরণ করতে পারবে না। তাঁর স্বপ্নের সমৃদ্ধ মহারাষ্ট্র গড়ে তোলাই হবে তাঁর প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধার্ঘ্য।' প্রশাসনিক দক্ষতা, সময়ানুবর্তিতা, কৃষি, অর্থনীতি ও সমবায় ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞানেরও প্রশংসা করেন শিন্ডে। এদিকে, এনসিপি ২২ থেকে ২৮ জুলাই পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে "জনসেবা সপ্তাহ" পালনের ঘোষণা করেছে। এই কর্মসূচির আওতায় বৃক্ষরোপণ, রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নারী ক্ষমতায়ন, কৃষি কর্মশালা, যুব নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ, পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে।

দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, কৃষি, সমবায়, অর্থনীতি, শিল্প, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ক্রীড়া, পরিবেশ, পরিকাঠামো ও সমাজকল্যাণে অজিত পাওয়ারের অবদানকে স্মরণ করেই এই জনসেবামূলক কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সালের ২২ জুলাই আহিল্যানগরের দেওলালি প্রভারায় জন্মগ্রহণ করেন অজিত পাওয়ার। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) অন্যতম শীর্ষ নেতা হিসেবে তিনি দীর্ঘ সময় মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এবং ২০২৬ সালে তাঁর প্রয়াণের পর রাজ্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বড় শূন্যতা তৈরি হয়।

পর্যটকের ছদ্মবেশে কলকাতায় মাদক পাচার, দুই থাই নাগরিক গ্রেফতার

কলকাতা, ২২ জুলাই (আইএএনএস): পর্যটকের ছদ্মবেশে কলকাতায় নিষিদ্ধ মাদক পাচারের অভিযোগে দুই থাই নাগরিককে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। মঙ্গলবার দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুর এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে নিষিদ্ধ মাদক এমডিএমএ, যা ট্যাবলেট আকারে "এক্সট্যাসি" এবং দানাদার আকারে "মলি" নামে পরিচিত।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত দুই মহিলার নাম সুপাওয়াদি সুকুলিয়াত এবং সুথুওয়ানা কুট। তাঁরা ব্যাংকক থেকে পর্যটক ভিসায় কলকাতায় এসেছিলেন। মঙ্গলবার সকালে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ভবানীপুরের একটি হোটেলে ওঠার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এসটিএফ ওই হোটেলে অভিযান চালায়। তল্লাশিতে তাঁদের পোশাকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা প্রায় ২০ গ্রাম "মলি" উদ্ধার হয়, যার আনুমানিক বাজারমূল্য এক লক্ষ টাকারও বেশি।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরেই ব্যাংকক থেকে কলকাতায় বিদেশি মাদক পাচারের তথ্য পাচ্ছিল এসটিএফ। শহরের বিভিন্ন প্রান্তে সপ্তাহান্তের রেভ পার্টিতে অংশ নেওয়া একাংশ যুবসমাজের মধ্যে এক্সট্যাসি, মলি (এমডিএমএ), এলএসডি এবং কোকেনের চাহিদা বাড়ায় এই চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সাধারণত ডার্ক ওয়েব বা গোপন এজেন্টদের মাধ্যমে এই মাদক কেনাবেচার যোগাযোগ হয়।

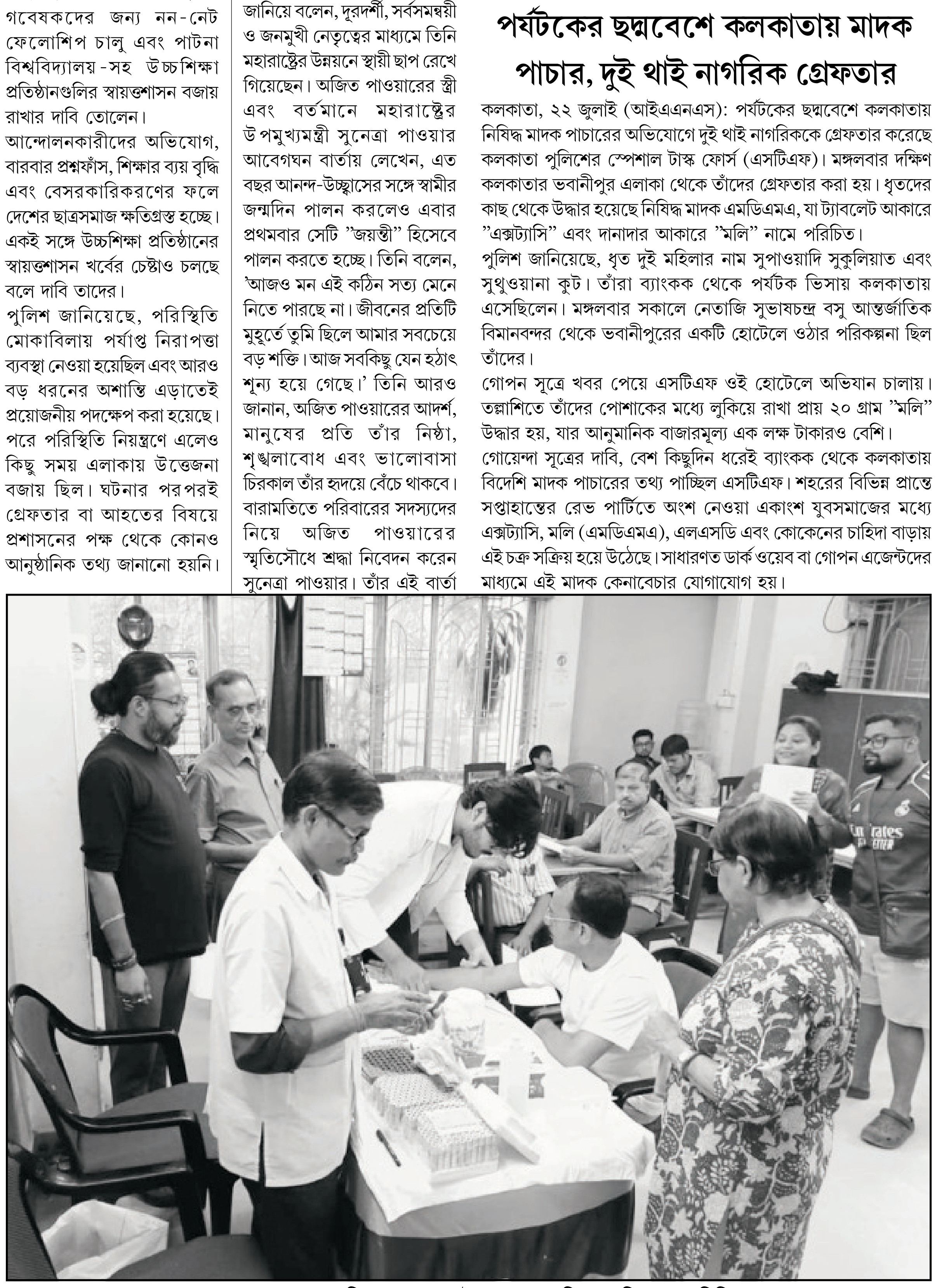

বুধবার আগরতলায় প্রেস ক্লাবে এক বেসরকারি হাসপাতালের উদ্যোগে সাংবাদিকদের নিয়ে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়।

দিল্লিতে রাহুল গান্ধীর

● প্রথম পাতার পর

বিষয়গুলি নিয়ে আন্দোলন করছেন, সেই মূল দাবিগুলি নিয়ে কংগ্রেসের কোনো বক্তব্য নেই। বরং বিজেপি এবং কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালানো হচ্ছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী এবং কংগ্রেস নেত্রী প্রীয়াংকা ভদ্রা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের সামনে যেভাবে ধর্না করেছে তা অত্যন্ত নোংরা রাজনীতি বলে জানান তিনি।
তিনি আরও দাবি করেন, দেশের অধিকাংশ মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রাখছেন। পাশাপাশি রাহুল গান্ধীকে উদ্দেশ্য করে তিনি অভিযোগ করেন, দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। এই ধরনের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনতা পার্টি সবসময় সোচ্চার থাকবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এদিনের কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস ভবনের সামনে পুলিশ কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যদিও বিক্ষোভ চলাকালীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং বড় ধরনের কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

দেশে প্রথম, পোস্ট-ম্যাট্রিক বৃত্তি প্রকল্পে বেসরকারি বি.এড. ও ডি.এল.এড. প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করল ত্রিপুরা

আগরতলা, ২২ জুলাই: তফসিলি উপজাতি (এসটি) পড়ুয়াদের জন্য পোস্ট-ম্যাট্রিক স্কলারশিপ প্রকল্পের আওতায় বেসরকারি বি.এড. ও ডি.এল.এড. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে এমপ্যানেলমেন্টের মাধ্যমে অন্তর্ভুক্ত করে দেশের প্রথম রাজ্যের স্বীকৃতি পেল ত্রিপুরা। বুধবার এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানান রাজ্যের জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে প্রকল্পটির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এদিন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক এবং এমপ্যানেলভুক্ত বেসরকারি বি.এড. ও ডি.এল.এড. প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী।
বৈঠকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব, সরকারি নির্দেশিকা যথাযথভাবে অনুসরণ, বৃত্তি প্রকল্পের স্বচ্ছ বাস্তবায়ন এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।
মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, এই উদ্যোগ রাজ্যের জনজাতি শিক্ষার্থীদের জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষক শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ আরও সহজলভ্য করবে। পাশাপাশি বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত হবে।
তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকার জনজাতি যুব সমাজকে উচ্চশিক্ষা ও দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নতুন ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের পেশাদার শিক্ষক-প্রশিক্ষণ গ্রহণে উৎসাহিত করবে এবং ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়াবে।
বৈঠকে উপস্থিত জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক এবং এমপ্যানেলভুক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা সরকারের নির্দেশিকা মেনে প্রকল্পটি সফলভাবে বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

আগরতলা প্রেস ক্লাব ও আইএলএস হাসপাতালের উদ্যোগে মেগা স্বাস্থ্য শিবির, শুরু প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: আগরতলা প্রেস ক্লাব ও আইএলএস হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে আগামী শনিবার এক মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরকে সামনে রেখে বুধবার থেকে প্রেস ক্লাব প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরীক্ষা।
প্রেস ক্লাব সূত্রে জানা গেছে, স্বাস্থ্য শিবিরের আগে দু''দিনব্যাপী রক্ত পরীক্ষা, ইসিজি-সহ একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বুধবার সকাল থেকেই সদস্য ও তাঁদের পরিবারের জন্য ইসিজি এবং বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষার কাজ শুরু হয়। বৃহস্পতিবারও এই পরিষেবা অব্যাহত থাকবে।
এ বিষয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সহ-সম্পাদক জানান, পূর্ববর্তী বছরগুলিতে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হলেও এবার পরিচালন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিবিরের আগে দু''দিন ধরে বিভিন্ন রোগ নির্ণয়মূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে চিকিৎসকদের কাছে রোগীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট থাকবে এবং সেই অনুযায়ী আরও নির্ভুল চিকিৎসা পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হবে।
তিনি আরও জানান, আগামী শনিবার আইএলএস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা আগরতলা প্রেস ক্লাবে উপস্থিত থেকে সদস্য ও তাঁদের পরিবারের স্বাস্থ্য পরীক্ষার রিপোর্ট পর্যালোচনা করবেন এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্র প্রদান করবেন।
আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে সদস্য ও তাঁদের পরিবারের সকলকে এই স্বাস্থ্য শিবিরের সুযোগ গ্রহণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্য, পরে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইলেন ব্যক্তি

তেলিয়ামুড়া, ২২ জুলাই : মদ্যপ অবস্থায় পুলিশের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ও আপত্তিকর মন্তব্য করার পর প্রকাশ্যে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন তেলিয়ামুড়ার অম্পি চৌমুহনী এলাকার এক ব্যক্তি। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।
জানা গেছে, গতকাল রাতে ওই ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় তেলিয়ামুড়া, মুঙ্গিয়াকামি, আমবাসা-সহ বিভিন্ন থানার পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশ্যে অশালীন ভাষায় মন্তব্য করেন। বিষয়টি সামনে আসার পর তিনি নিজের আচরণের জন্য অনুশোচনা প্রকাশ করে একটি লিখিত বিবৃতি দেন।
ক্ষমা প্রার্থনায় তিনি স্বীকার করেন যে, তাঁর করা সমস্ত অভিযোগ ও মন্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ছিল। তিনি বলেন, পুলিশ সর্বদা সাধারণ মানুষের পাশে থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মদ্যপ অবস্থায় আমি যে মন্তব্য করেছি, তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সকল পুলিশ সদস্য এবং সাধারণ মানুষের কাছে আমি নিঃশর্ত ক্ষমা চাইছি। ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুল আর কখনও হবে না। সবাইকে পুলিশ প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছি।'
ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় নানা প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। সচেতন মহলের মতে, নিজের ভুল স্বীকার করে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাওয়া ইতিবাচক পদক্ষেপ হলেও, মদ্যপ অবস্থায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা অন্য কারও সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করা দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। তারা মনে করছেন, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ বজায় রাখা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য।

রথযাত্রা উপলক্ষে ক্যান্সার হাসপাতালে ইসকনের প্রসাদ বিতরণ, রোগীদের দর্শন করানো হল শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: রথযাত্রা মহোৎসব উপলক্ষে প্রতিবছরের মতো এবারও আগরতলার আশ্রমচৌমুনীস্থিত ইসকন মন্দিরের উদ্যোগে রাজ্যের একমাত্র ক্যান্সার হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের মধ্যে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের বিগ্রহ, যাতে অসুস্থতার কারণে রথযাত্রায় অংশ নিতে না পারা রোগীরা ভগবান জগন্নাথের দর্শন লাভ করতে পারেন। ইসকন মন্দিরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনেক রোগী শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি থাকায় রথযাত্রার আনন্দে সামিল হতে পারেন না। সেই কথা মাথায় রেখেই প্রতিবছর এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়, যাতে হাসপাতালেই রোগীদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় রথযাত্রার আনন্দ ও ভক্তিমূলক পরিবেশ। এদিন মন্দিরের সেবায়েত ও ভক্তরা ক্যান্সার হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে রোগীদের মধ্যে ফল ও মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। পাশাপাশি শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের দর্শনেরও ব্যবস্থা করা হয়। ভক্তিমূলক পরিবেশে রোগী, তাঁদের পরিবারের সদস্য এবং হাসপাতালের চিকিৎসক ও কর্মীরাও এই উদ্যোগে অংশ নেন। ইসকনের এই মানবিক ও ধর্মীয় উদ্যোগে হাসপাতালের রোগী ও উপস্থিত সকলেই আনন্দ প্রকাশ করেন। অসুস্থতার মধ্যেও ভগবান জগন্নাথের দর্শন ও প্রসাদ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে অনেকেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন।

বিজেপির মিছিল থেকে সিপিএম

● প্রথম পাতার পর

সিপিআই(এম)-এর। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে দক্ষিণ জেলা কমিটি ও বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে শহরে একটি বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়। পরে বিলোনিয়া থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি এক লিখিত অভিযোগ জমা দেওয়া হয়।
সিপিআই(এম)-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগে সুজন সরকার নামে এক ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। অপর অভিযুক্তের পরিচয় এখনও জানা যায়নি। দলের দাবি, সুজন সরকারকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে অন্য অভিযুক্তের পরিচয়ও সামনে আসবে।
ঘটনার পর সিপিআই(এম) নেতৃত্ব রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তাঁদের অভিযোগ, বিরোধী রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে হামলার ঘটনা গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য উদ্বেগজনক। দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা।
এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন সিপিআই(এম)-এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য বাসুদেব মজুমদার, বিধায়ক দীপঙ্কর সেন, বিধায়ক অশোক মিত্র, বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক-সহ দলের অন্যান্য নেতারা।

আগরতলায় টানা

● প্রথম পাতার পর

পদত্যাগ, শিক্ষাব্যবস্থায় পূর্ণ স্বচ্ছতা, প্রশাসনিক জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত দুর্নীতি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা।
আন্দোলনকারীরা জানান, দিল্লিসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেই আগরতলায় এই কর্মসূচি চলছে। তাঁদের অভিযোগ, দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অব্যবস্থাপনার কারণে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার উপর সাধারণ মানুষের আস্থা কমে যাচ্ছে।
এক ছাত্রনেতা বলেন, আমরা রাজনীতি করতে আসিনি। আমরা শিক্ষাকে রক্ষা করতে এসেছি। সরকার যদি আমাদের দাবি উপেক্ষা করে, তাহলে আমাদের আন্দোলন আরও জোরদার হবে।
টানা তিন দিনের এই অবস্থান-বিক্ষোভ রাজ্যে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। আন্দোলনকারীরা জানিয়ে দিয়েছেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

দুই পক্ষের সংঘর্ষে উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

ঢোকার মুখে বাজার শেডের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় অমল নাথকে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়রা দমকলে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান।
স্থানীয়দের প্রাথমিক অভিযোগ, আনন্দবাজার এলাকার বাসিন্দা সত্যজিৎ দেববর্মা এবং তাঁর পিতা বিনয় দেববর্মা অমল নাথ ও তাঁর পিতার ওপর লোহার রড দিয়ে হামলা চালিয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হামলার সময় অমল নাথের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে এবং প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। বিনন্দ নাথও হামলায় আহত হন। বর্তমানে দু''জনই চিকিৎসাধীন। ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। কী কারণে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের সূত্রপাত এবং হামলার নেপথ্যে কী কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্তের ভিত্তিতেই পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এদিকে, ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্ত্রীর সামনেই গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

অভিযান চালিয়ে পলাতক আরও দুই অভিযুক্ত শিপন সাহা ও সুশান্ত দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
এদিকে গুরুতর আহত আশিষ ঘোষকে প্রথমে দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।
ঘটনার পর এলাকাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ব্যস্ত সড়কে রাতের অন্ধকারে গাড়ি আটকে এভাবে হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। স্থানীয়দের দাবি, অপরাধ দমনে রাতের পুলিশি টহল আরও জোরদার করার পাশাপাশি দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় জড়িত তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লুট হওয়া সামগ্রী উদ্ধারের পাশাপাশি এই ঘটনার সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
একজন পেশাদার চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টের উপর স্ত্রীকে সামনে রেখেই এমন হামলা ও লুটপাটের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন মহলের মানুষ। দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিও উঠেছে।

ত্রিপুরা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির

● প্রথম পাতার পর

আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া পর্যটন শিল্পের বিকাশে ধাপে ধাপে এই এলাকার উন্নয়নের কাজও এগিয়ে চলেছে। খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে রাজ্যের সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতিকে নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। সবার অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই উৎসব বর্তমানে আন্তর্জাতিক পরিচিতি লাভকরেছে। রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশেও খার্চি উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সারা দেশে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন একে অপরের পরিপূরক। ইতিমধ্যেই বহু ঐতিহাসিক মন্দিরের সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করা হয়েছে।
এই প্রসঙ্গে তিনি গুজরাটের সোমনাথ মন্দির, আসামের কামাখ্যা মন্দিরের কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এর উদ্বোধন করেছেন। কমলাসাগরে কসবেশ্বরী মন্দির, চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। উদয়পুরে একান্ন শক্তিপীঠের রেপ্লিকা তৈরির কাজ চলছে।
মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন এগুলির কাজ শেষ হলে ত্রিপুরা ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্রের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। সাতদিনব্যাপী খার্চি উৎসব ও মেলার সাফল্য কামনা করে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যবাসীর জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খার্চি উৎসব ও মেলা কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, সাতদিনব্যাপী এই মেলায় আসা পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার উৎসব ও মেলার মূল ভাবনা এক পেড় মা কে নাম। তিনি মায়ের জন্য অন্তত একটি চারাগাছ লাগানোর আহ্বান জানিয়ে বলেন, মেলা কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিদিন বিনামূল্যে এক হাজার করে বিভিন্ন গাছের চারা বিতরণ করা হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ ভৌমিক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ অন্যান্য অতিথিগণ বিভিন্ন দপ্তরের প্রদর্শনী মন্ডপ উদ্বোধন করেন।

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

তাঁর মা বাড়ির বাথরুমে গেলে সেখানে প্রীতম্বরকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। ঘটনাটি দেখে তিনি চিৎকার করলে পরিবারের অন্যান্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। পরে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবককে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
বুধবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কী কারণে এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রীতম্বর, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের ভিত্তিতেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের

● প্রথম পাতার পর

আরও প্রশ্ন তোলেন, 'যদি ''বন্দে মাতরম'' নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হতে পারে, তাহলে নীট প্রশ্নফাঁসের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও কেন দীর্ঘ আলোচনা হবে না?' কংগ্রেস সাংসদ কে.সি. ভেনুগোপাল বলেন, সংসদের সমস্ত কাজ স্থগিত রেখে মুলতবি প্রস্তাবের আওতায় নীট ইস্যুতে আলোচনা হওয়া উচিত। তাঁর দাবি, সরকার যদি এই প্রস্তাব না মেনে নেয়, তাহলে বিরোধীদের আন্দোলন আরও তীব্র হবে। পাশাপাশি শিক্ষামন্ত্রীর অপসারণ, ছাত্রদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া মামলা প্রত্যাহার এবং আন্দোলনে পুলিশি ভূমিকার নিরপেক্ষ তদন্তের দাবিও জানান তিনি।
এদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসও কংগ্রেসের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। দলের সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ করা উচিত এবং নীট প্রশ্নফাঁসের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।' তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদও বলেন, 'রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকতেই পারে, কিন্তু দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যতের প্রশ্নে বিরোধীদের ঐক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'
এদিকে, নীট প্রশ্নফাঁস এবং দিল্লিতে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে বুধবার লোকসভায় তুমুল হইচইয়ের সৃষ্টি হয়। বিরোধীরা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সরব হন। যদিও কেন্দ্র সরকার জানিয়েছে, নীট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে আলোচনায় তারা প্রস্তুত।
কংগ্রেস সাংসদ কে.সি. ভেনুগোপাল বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগই বিরোধীদের মূল দাবি। একইসঙ্গে তিনি বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণেরও আবেদন জানান। ভেনুগোপাল বলেন, 'আমাদের দাবি খুবই স্পষ্ট। শিক্ষামন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে। সরকার যদি মুলতবি প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহলে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হোক।'
এর জবাবে কেন্দ্রীয় সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, নীট প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করতে সরকার প্রস্তুত। তবে কোন নিয়মে, কত সময় ধরে আলোচনা হবে, তা স্পিকার সর্বদলীয় ফ্লোর নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর ঠিক করবেন।
রিজিজু বলেন, 'সরকার নীট প্রশ্নফাঁস নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত। দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত এই বিষয়টি নিয়ে অর্থবহ আলোচনা হওয়া উচিত। তবে আলোচনার নিয়ম ও সময় স্পিকারই নির্ধারণ করবেন।'
আলোচনার সময় সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদবও বক্তব্য রাখতে চান। তিনি বলেন, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের বিষয় নয়, বরং দেশের ছাত্র-যুবদের ভবিষ্যতের প্রশ্ন। তাই সব দলের বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকা উচিত।
অখিলেশ বলেন, 'এটি কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি বা বিজেপির বিষয় নয়। এটি দেশের যুবসমাজের বিষয়। ছাত্রদের কথা না শুনলে আমরা রাস্তায় নামব। আন্দোলনরত ছাত্রদের সঙ্গে যেভাবে আচরণ করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'
তিনি আরও অভিযোগ করেন, আন্দোলনের সময় ছাত্রদের ওপর অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, অনেকের হাত-পা ভেঙেছে, পোশাক ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি ছাত্রীদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি।
প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনের সামনে বিরোধীদের বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনে অখিলেশ বলেন, সংসদে কথা বলার সুযোগ না পাওয়াতেই তাঁদের বাইরে গিয়ে প্রতিবাদ করতে হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, প্রধানমন্ত্রী যদি সংসদের বাইরে বক্তব্য রাখতে পারেন, তবে সংসদে কেন এ বিষয়ে বক্তব্য রাখছেন না?
এদিকে, স্পিকার ওম বিড়লা বিরোধীদের শান্ত হয়ে আলোচনায় অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন, সরকার ইতিমধ্যেই আলোচনায় সম্মতি দিয়েছে। কিন্তু বিরোধী সদস্যরা বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ায় লোকসভার স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।
শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়ায় স্পিকার অধিবেশন দুপুর ২টো পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করেন।
অন্যদিকে, নিট মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস এবং পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগের বিষয় নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনার জন্য কেন্দ্র সরকার সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা (জে.পি. নাড্ডা)। একই সঙ্গে তিনি বিরোধী দল এবং কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা না করার আহ্বান জানান।
বুধবার এক সাংবাদিক বৈঠকে নাড্ডা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার নিট-সংক্রান্ত বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। তবে তিনি অভিযোগ করেন, বিরোধীরা ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থের পরিবর্তে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।
তিনি দাবি করেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনা শুধু নিটেই সীমাবদ্ধ নয়, এনডিএ-বহির্ভূত বিভিন্ন রাজ্যেও একাধিক নিয়োগ ও পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের সার্ভিস সিলেকশন বোর্ড পরীক্ষা, হিমাচল প্রদেশের বোর্ড পরীক্ষা, ঝাড়খণ্ডের জেএসি পরীক্ষা, তেলেঙ্গানার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা, তামিলনাড়ুর বি.এড. পরীক্ষা, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ কনস্টেবল নিয়োগ পরীক্ষা, পাঞ্জাবের গ্রুপ-ডি নিয়োগ পরীক্ষা, কেরলের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা এবং কর্ণাটকের পিইউসি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন।
নাড্ডা প্রশ্ন তোলেন, রাহুল গান্ধী এত বেছে বেছে কেন কথা বলেন? ইউপিএ-সমর্থিত রাজ্যগুলিতে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় বিরোধীরা নীরব কেন? তাঁর অভিযোগ, এই মনোভাব ছাত্রদের ন্যায়বিচারের চেয়ে রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যকেই বেশি প্রতিফলিত করে।
তিনি বলেন, দোষারোপের রাজনীতি না করে সংসদেই এই বিষয়ে গঠনমূলক আলোচনা হওয়া উচিত। ব্যবসা উপদেষ্টা কমিটি (বিজনেস অ্যাডভাইজরি কমিটি) যত সময় নির্ধারণ করবে, সরকার ১২ ঘণ্টা কিংবা ১৮ ঘণ্টাযে কোনও সময় ধরে আলোচনায় অংশ নিতে প্রস্তুত।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, সরকার ইতিমধ্যেই বিরোধী দলগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা করেছে এবং তাদের লিখিত প্রশ্নেরও উত্তর দিয়েছে। ভবিষ্যতে পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করতে সব দলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। নাড্ডা বলেন, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে সরকারের দরজা সব গঠনমূলক পরামর্শের জন্য খোলা রয়েছে। বিরোধী দলগুলিকে লিখিতভাবে তাদের মতামত ও উদ্বেগ জানাতে আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকার পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি দূর করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সকল রাজনৈতিক দলকে দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দেশের লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর স্বার্থে সংসদে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান, যাতে তারা একটি নিরাপদ, স্বচ্ছ এবং বিশ্বাসযোগ্য পরীক্ষা ব্যবস্থা পায়। সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে নাড্ডা জানান, বর্তমানে অনশনরত ও দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ওয়াংচুকের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতেই তিনি দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি ওয়াংচুককে অনশন প্রত্যাহার করে দেশের যুবসমাজকে ইতিবাচক পথে নেতৃত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি জানান, ওয়াংচুক সরকারের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এবং সরকার যথাসময়ে তার জবাব দেবে। সোমবার যন্তর মন্তরে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযানের অভিযোগ প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেন, সরকার সব বিষয়েই আলোচনার জন্য উন্মুক্ত। এদিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবির প্রসঙ্গে নাড্ডা বলেন, এ ধরনের সব বিষয় নিয়ে আলোচনার উপযুক্ত মঞ্চ হল সংসদ। সেখানে সব প্রশ্নেরই উত্তর দেওয়া হবে।

দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে পুলিশের বল প্রয়োগের প্রতিবাদে

● প্রথম পাতার পর

ন্যায্য দাবি নিয়ে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশ অকারণে বলপ্রয়োগ করেছে। তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার অধিকার সকলের রয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই অধিকারকে দমন করার চেষ্টা করছে।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত ১২ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে নিট-সহ মোট ১৫২টি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের অভিযোগ সামনে এসেছে। এসব ঘটনায় দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বলেও দাবি করেন তিনি।
সুদীপ রায় বর্মণ বলেন, শিক্ষাব্যবস্থায় দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্র-যুব সমাজের সক্রিয় ভূমিকা অত্যন্ত প্রয়োজন বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তাঁর দাবি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমেই ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারবেন।
এদিন বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়মের দায় কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে এবং এসব ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
উল্লেখ্য, নিট-সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অনিয়ম এবং দিল্লির সাম্প্রতিক ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে রাজনৈতিক তরজা তীব্র হয়েছে। সেই আবহেই ত্রিপুরাতেও আন্দোলনে নেমেছে বিরোধী কংগ্রেস।
এদিকে, দিল্লিতে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের ওপর পুলিশের দমন-পীড়নের অভিযোগ এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-সহ একাধিক বিরোধী নেতাকে আটক করার ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার কৈলাসহরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করল জেলা কংগ্রেস। জেলা কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে কৈলাসহর থানার সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও থানা ঘেরাও করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহরের বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা, জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান-সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। বিক্ষোভকারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবি জানান।
বিক্ষোভে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা অভিযোগ করেন, দেশের ছাত্রসমাজ নিজেদের ন্যায্য দাবি নিয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করলেও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কণ্ঠরোধ করতে পুলিশি দমন-পীড়নের পথ বেছে নিয়েছে। পাশাপাশি বিরোধী নেতাদের আটক করার ঘটনাকেও তিনি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে দাবি করেন।
জেলা কংগ্রেস সভাপতি বদরুজ্জামান বলেন, শিক্ষার্থীদের দাবি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত। গণতান্ত্রিক দেশে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করার অধিকার সবার রয়েছে। সরকারের উচিত দমনমূলক পদক্ষেপ না নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা। এদিনের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে ঘিরে কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। পরে বিক্ষোভকারীরা শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ করেন।

আগরতলায় এনএসইউআই ও যুব

● আটের পাতার পর

ছাত্র ও যুব সমাজকে কংগ্রেসের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি, সদস্য সংগ্রহ অভিযান এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।
সেমিনারে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ছাত্র-যুবদের সংগঠনের কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান এবং আগামী দিনে রাজ্যে সংগঠনের ভিত্তি আরও মজবুত করার লক্ষ্যে একযোগে কাজ করার বার্তা দেন।

ধান ক্রয় কেন্দ্রে হয়রানির

● আটের পাতার পর

থেকেই নানা অনিয়ম ও ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। ১৯ জুলাই থেকে ধান নিয়ে আসা একাধিক কৃষক জানান, সরকারের নির্ধারিত সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রি করতে গিয়েও তাঁদের হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।
বিক্ষোভকারী কৃষকদের দাবি, মুক্তমঞ্চে রাখা ধানের বস্তা রাতের অন্ধকারে চুরি হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া ধানের ওজন করা এবং ট্রাকে বা গাড়িতে বস্তা তোলার জন্য শ্রমিকদের অতিরিক্ত অর্থ দিতে বাধ্য করা হচ্ছে। এতে তাঁদের আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ধান ক্রয় কেন্দ্র চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ক্ষুব্ধ কৃষকরা অবিলম্বে ধান চুরির ঘটনা রোধ, অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ এবং স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুভাবে ধান ক্রয়ের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

উন্নত সমাজ গঠনে এনজিও

● আটের পাতার পর

কর্মমুখী প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল শিক্ষা, নেতৃত্ব বিকাশ এবং উদ্যোক্তা তৈরির মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে দক্ষ ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। একইসঙ্গে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ পরিবার ও সমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেন।
পরিবেশ রক্ষার ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বৃক্ষরোপণ, জল সংরক্ষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারে সমাজভিত্তিক উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই আগামী দিনের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ।
তবে তিনি স্পষ্ট করে বলেন, শুধু সংগঠন গঠন করলেই হবে না; প্রতিটি সংগঠনকে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনস্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (সিএসআর), পঞ্চায়েত এবং স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় বাড়ানো গেলে উন্নয়নের গতি আরও ত্বরান্বিত হবে।
বিল্লো জামাতিয়ার কথায়, 'সরকার নীতি প্রণয়ন করে, কিন্তু সেই নীতির সফল বাস্তবায়ন নির্ভর করে সচেতন ও সংগঠিত সমাজের ওপর। এনজিও, সমাজপতি, হোদা, যুব সংগঠন, মহিলা গোষ্ঠী এবং সাধারণ মানুষের সম্মিলিত উদ্যোগই একটি আত্মনির্ভর, সাংস্কৃতিকভাবে সমৃদ্ধ, পরিবেশবান্ধব ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী সমাজ গড়ে তুলতে পারে।'
সমাজ উন্নয়ন নিয়ে তাঁর এই বক্তব্য ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সামাজিক মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সমাজভিত্তিক নেতৃত্ব ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণ ভবিষ্যতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ

● আটের পাতার পর

ঘটনার খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ হাসপাতালে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।
এদিকে, মৃতদেহ মর্গে সংরক্ষণ করতে গিয়ে হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মৃতের পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা। তাঁদের অভিযোগ, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী উপস্থিত না থাকায় সহকর্মীদেরই মর্গের তালা খুলে মৃতদেহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয়। এমনকি মর্গের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (এসি) ব্যবস্থাও তাঁদেরই চালু করতে হয়েছে। এই ঘটনায় হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।
একদিকে বিশিষ্ট আইনজীবীর মর্মান্তিক মৃত্যু, অন্যদিকে হাসপাতালের মর্গ পরিষেবা নিয়ে ওঠা অভিযোগদুটি ঘটনাই ঊনকোটি জেলাজুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে।

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 1 23-07-2026, 01:54

মৌচাক ক্লাবকে হারিয়ে জয়ের ধারা বজায় রাখল নবোদয় সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ১৩তম ম্যাচে দারুণ জয় তুলে নিয়েছে নবোদয় সংঘ। আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় ফ্লাডলাইটের নৈশালোকের আলোয় মুখোমুখি হয়েছিল নবোদয় সংঘ ও মৌচাক ক্লাব। টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে মাঠে নামা নবোদয় সংঘ ৩-১ গোলের ব্যবধানে মৌচাক ক্লাবকে পরাস্ত করে। খেলার শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে ম্যাচের ১০ মিনিটে অপাজিত ত্রিপুরার গোলে লিড নেয় নবোদয়। এরপর দলের পক্ষে রবার্ট হালাম ৩৫ ও ৫৭ মিনিটে জোড়া গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। অন্যদিকে, প্রথম জয়ের খোঁজে নামা মৌচাক ক্লাবের হয়ে ৭৩ মিনিটে মনি কলৈই একটি গোল শোধ করলেও তা ম্যাচ হারানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। ম্যাচের ৭৬ মিনিটে অসদাচরণের কারণে নবোদয় সংঘের রাজদীপ চন্দ্র সাহা হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন রেফারি রক্তিম সাহা, বিশ্বজিৎ নাথ, পল্লব চক্রবর্তী ও তাপস দেবনাথ।

চলতি টুর্নামেন্টে উভয় দলের জন্যই এটি ছিল তৃতীয় ম্যাচ। টুর্নামেন্টের প্রথম খেলায় সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ গোলে বড় ব্যবধানে হেরে নিজেদের যাত্রা শুরু করলেও, গত ১৮ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-১ গোলে হারিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় নবোদয় সংঘ। আজকের এই দুর্দান্ত জয়ের ফলে টুর্নামেন্টে তাদের জয়ের ধারা বজায় রইল। অন্যদিকে, মৌচাক ক্লাবের লিগ অভিযান শুরু হয়েছিল পরপর দুটি ড্র দিয়ে ১৫ জুলাই ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সঙ্গে ২-২ এবং ১৯ জুলাই পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করতে হয়েছিল তাদের। আজ ড্রয়ের তকমা ঝেড়ে প্রথম জয়ের মুখ দেখতে চেয়েছিল তারা, কিন্তু নবোদয় সংঘের কাছে হেরে সে আশা অধরাই থেকে গেল মৌচাক ক্লাবের।

বিলোনিয়া ওরিয়েন্টাল ক্লাবের তৃতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। বিলোনিয়ায় শুরু হলো বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের তৃতীয় বর্ষের ফুটবল টুর্নামেন্ট।বৃষ্টি উপেক্ষা করে জমকালো উদ্বোধন হলো বুধবার বিকেলে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ মিনি স্টেডিয়ামে। উদ্বোধনী ম্যাচে বড় জয় পেল সাউথ ত্রিপুরা অটো মজদুর সংঘ।এদিন টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি, পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, টুর্নামেন্ট চেয়ারম্যান সায়ন্তন দত্ত, বিলোনিয়া ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সম্পাদক পার্থ চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিরা।ক্রীড়া ও ক্লাবের পতাকা উত্তোলন করেন চেয়ারম্যান সায়ন্তন দত্ত ও ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ তপন ভট্টাচার্য। ক্লাব সভাপতি গোপি দেব রায়ের স্বাগত ভাষণের পর জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পি ও উদ্বোধক দীপক দত্ত বক্তব্য রাখেন। তাঁরা ক্লাব কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানিয়ে তরুণদের মাঠমুখী হয়ে রাজ্য ও দেশের নাম উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান।বক্তব্যের পরই নামে তুমুল বৃষ্টি। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই মঞ্চ থেকে ফুটবলে কিক করে উদ্বোধনী ম্যাচের সূচনা করেন সভাধিপতি দীপক দত্ত।উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় সাউথ ত্রিপুরা অটো মজদুর সংঘ বনাম ব্ল্যাক পার্টনার গর্জি। বৃষ্টির মধ্যেই চলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। তবে ম্যাচের রাশ ছিল অটো মজদুর সংঘের হাতে। প্রথমার্ধেই পরপর চার গোল করে তারা। আট, এগারো, পনেরো ও সতেরো মিনিটের মাথায় গোল করেন জেমেস জমাতিয়া ও গৌরব দাস। দ্বিতীয়ার্ধে কোনো দলই গোল পায়নি। ৪-০ গোলে জয় পায় সাউথ ত্রিপুরা অটো মজদুর সংঘ।তৃতীয় বর্ষে পা দেওয়া এই টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে পঁচিশটি দল। একমাস ব্যাপী চলবে এই ফুটবল যজ্ঞ। আয়োজক বনকর ওরিয়েন্টাল ক্লাবের আশা, এই টুর্নামেন্ট থেকেই উঠে আসবে আগামীর ফুটবল তারকা।আগামীকালের টুর্ণামেন্ট হবে সাউথ সোনাইছড়ি বনাম মুভিং ইলাভেন।

বি ডিভিশন ফুটবল : স্পোর্টস স্কুলকে হারিয়ে জয়ে ফিরল সরোজ সংঘ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ১২তম ম্যাচে জয় নিয়ে মাঠে ফিরেছে সরোজ সংঘ। আজ উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে তিনটায় মুখোমুখি হয়েছিল সরোজ সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এই ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সরোজ সংঘ। খেলার ৩৭ মিনিটে বিজয়ী দলের পক্ষে একমাত্র ও অমূল্য মানরক্ষক জয়সূচক গোলটি করেন লালচান মাওয়া ডার্লং। ম্যাচে কিছুটা শারীরিক ফুটবল দেখার সূত্রে মোট তিনটি হলুদ কার্ড দেখতে হয় উভয় দলকে; যার মধ্যে সরোজ সংঘের শান্তাজয় রিয়াং ১৭ মিনিটে এবং ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের বংলাজ রিল হালাম ৬৭ মিনিটে ও বিলাশ দেববর্মা ৭৭ মিনিটে অসদাচরণের জন্য হলুদ কার্ড পান। আজকের ম্যাচটি নিখুঁতভাবে পরিচালনা করেন রেফারি আদিত্য দেববর্মা, সত্যজিৎ দেবরায়, বিপ্লব সিংহ ও পল্লব চক্রবর্তী।

লিগ টেবিলের নিরিখে দুই দলের জন্যই এটি ছিল টুর্নামেন্টের তৃতীয় ম্যাচ।

সরোজ সংঘ তাদের লিগ অভিযান শুরু করেছিল গত ১৪ জুলাই নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোল ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে, যদিও ১৭ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে ধাক্কা খেতে হয় তাদের। আজকের এই জয়ে দলটি আবারও জয়ের সারণীতে ফিরে এল। অন্যদিকে, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল তাদের প্রথম খেলায় ১৫ জুলাই মৌচাক ক্লাবের সাথে ২-২ গোলে দারুণ ড্র করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করলেও, ১৮ জুলাই নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘের কাছে ১-২ গোলে হেরে গিয়েছিল। আজকের এই দ্বিতীয় পরাজয়ের পর লিগ তালিকায় বেশ কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গেল স্পোর্টস স্কুলের তরুণ দল।

সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবলে বোধজং ও সেন্ট পলসচ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। ডুকলি ব্লকভিত্তিক সুব্রত মুখার্জি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার এমসিএ লেভেলের ফাইনাল ম্যাচগুলি বাধারঘাট স্পোর্টস স্কুলের সিনথেটিক ফুটবল মাঠে অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে সম্পন্ন হয়েছে। টানটান উত্তেজনাপূর্ণ এই প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত পারফরম্যান্স প্রদর্শন করে অনূর্ধ-১৭ বয়সভিত্তিক এমসিএ লেভেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বোধজং স্কুল।

অন্যদিকে, টুর্নামেন্টের অনূর্ধ-১৫ বয়সভিত্তিক ক্যাটাগরিতে চমৎকার দলগত নৈপুণ্য দেখিয়ে ট্রফি নিজেদের নামে করে নিয়েছে সেন্ট পলসস্কুল।

বিজয়ী উভয় বিদ্যালয়ের খেলোয়াড় ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি উপস্থিত ক্রীড়াপ্রেমীরা মাঠের উদীয়মান খুদে ফুটবলারদের এই পারদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ডিক্লেয়ারে কড়াকড়ি থেকে নো বলে নিষেধাজ্ঞা! ঘরোয়া ক্রিকেটে বড়সড় নিয়ম বদল বিসিসিআইয়ের

ঘরোয়া ক্রিকেট মরশুম শুরুর আগে একাধিক নিয়মে বদল আনছে বিসিসিআই। নো বলে বিশেষ ক্ষেত্রে আরও কড়া পদক্ষেপ নিচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। এছাড়া উইকেটকিপারদের জন্য অনেক ছাড় দেওয়া হয়েছে। সুবিধা পাবেন কোচেরাও। বিসিসিআই সম্প্রতি ক্রিকেটের আইন প্রণয়নকারী সংস্থা মেরিলিবোন ক্রিকেট ক্লাব (এমসিসি)-র প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলি রাজ্য অ্যাসোসিয়েশনগুলোকে পাঠিয়েছে। কী কী সেই বদল?

জাতীয় ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য রাজ্য দলের বাছাই শিবির কাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। আসন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় রাজ্য থেকে যোগ্য প্রতিনিধি নির্বাচনের লক্ষ্যে ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আগামী শুক্রবার (১৪ জুলাই) আয়োজিত হতে যাচ্ছে আইটিএফ অনূর্ধ-২৩ ও সিনিয়র জাতীয় ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপের নির্বাচনী শিবির। সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে, নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হবে আগরতলার উমাকান্ত সুইমিং পুলে। নির্বাচিত খেলোয়াড়রা আগামী ১৫ ও ১৬ আগস্ট মহারাষ্ট্রের পুনেতে শ্রী শিব ছত্রপতি স্পোর্টস কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিতব্য সম্মানজনক "আইটিএফ অনূর্ধ-২৩ ও সিনিয়র ন্যাশনাল ট্রায়াথলন চ্যাম্পিয়নশিপে" ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার বিশেষ সুযোগ পাবেন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ট্রায়ালে অংশ নিতে ইচ্ছুক অনূর্ধ-২৩ জুনিয়র বিভাগের (যাদের জন্ম ২০০৩ সালের ১ জানুয়ারি বা তার পরে) এবং সিনিয়র বিভাগের (যাদের জন্ম ২০০৩ সালের আগে) খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় সব বয়স ও পরিচয়ের মূল প্রমাণপত্রসহ নির্ধারিত দিনে বিকেল সাড়ে তিনটার মধ্যে উমাকান্ত সুইমিং পুলে উপস্থিত হতে হবে। সেখানে ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সচিব শান্তনু দাসের কাছে সরাসরি রিপোর্টিং করতে বলা হয়েছে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি অমিয় কুমার দাস আশাপ্রকাশ করেছেন যে এই স্বচ্ছ ও নিবিড় নির্বাচনের মাধ্যমে রাজ্যের সর্বসেরা প্রতিভা বেছে নেওয়া সম্ভব হবে এবং তারা জাতীয় মঞ্চে ত্রিপুরাকে গর্বিত করবে।

মারামারিতেও মেসির সতীর্থের শাস্তি মকুব ফিফার, ড্রেসিংরুমে অশান্তিতেই হার আর্জেন্টিনার?

বিশ্বকাপ ফাইনালে সংযুক্ত সময়ের গোলে আর্জেন্টিনাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে স্পেন। মরিয়া ডিফেন্স করেও দশজনে শেষরক্ষা হয়নি। নাকি ড্রেসিংরুমের গন্ডগোলের খেসারত দিতে হল? ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিস্ফোরক দাবি নেটিজেনদের। অতিরিক্ত সময়ে মেসির বক্তব্য শুনে অনেকেরই বক্তব্য, নিজেদের মধ্যে ঝামেলা বেঁধেছিল। অন্যদিকে, ম্যাচের পর মাঠে মারামারিতে লাল কার্ড দেখেছিলেন লিয়ান্দ্রো পারাদেস। সেটা মুছে দিয়েছে ফিফা।

নির্ধারিত সময়ের ম্যাচ শেষ হওয়ার আগেই লাল কার্ড দেখেছিলেন এনজো ফার্নান্দেজ। ম্যাচের আগে মেসিকে বলতে শোনা যায়, "সবাই শান্ত হও। শান্ত হও। শুধু ম্যাচের কথা ভাবো। যা হয়েছে, সব ভুলে যাও। শুধু খেলায় মনোযোগ দাও।" একই কথা তিনি বারবার বলেন। কী হয়েছিল এর আগে? যেটা মেসি ভুলে যেতে বলছেন? সেটাই অনেকের প্রশ্ন। তাহলে কি দলের মধ্যে ভাঙন ছিল? অনেকের মতে ম্যাচের আগে গন্ডগোল হয়েছিল। সেই জন্যই মেসি সবাইকে শান্ত করছিলেন। এনজো বা পারাদেসরা হয়তো ঝামেলার কারণে অতি আগ্রাসী হয়ে খেলছিলেন।

যার ফলও ভুগতে হয়েছে। প্রথমে এনজোর লাল কার্ড। ফাইনালে হারের পর মাঠেই স্প্যানিশ ফুটবলারদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়ান লিয়ান্দ্রো পারাদেস। প্রথমে গার্সিয়ার গলা চেপে ধরেন তিনি। পরে স্পেনের গাভির সঙ্গেও সংঘর্ষে জড়িয়ে তাঁকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। এই ঘটনায় তাঁকে লাল কার্ড দেখানো হয় বলেই জানা গিয়েছিল। কিন্তু এখন ফিফা নিশ্চিত করেছে, কোনও লাল কার্ড দেখানো হয়নি। ব্রিটিশ সংবাদসংস্থাকে ফিফা জানিয়েছে, লাল কার্ডটা ভুলভাবে রিপোর্ট করা হয়েছিল। প্রথমে সেটা ধারাভাষ্যকাররা সেটা দেখালেও পরে সেই লাল কার্ড মুছে ফেলা হয়।

মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন ওএনজিসি শ্রমিক ইউনিয়নের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই।। সমাজসেবা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার অঙ্গ হিসেবে এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন অব ত্রিপুরা। ওএনজিসি ত্রিপুরা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টের সহযোগিতায় আগামীকাল (বৃহস্পতিবার) আগরতলার ওএনজিসি সাউথ কলোনিস্থিত তেজস্বিনী হলে এক 'মেগা রক্তদান শিবির'-এর আয়োজন করা হয়েছে। ভারতীয় মজদুর সংঘের ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনকে স্মরণীয় করে রাখতেই মূলতঃ এই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন। সকাল ১০টা থেকে শুরু হতে যাওয়া এই রক্তদান শিবিরে স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে রক্ত সংগ্রহ করা হবে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা বিধানসভার সম্মানীয় অধ্যক্ষ, মাতাবাড়ি বিধানসভার বিধায়ক তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি, আগরতলা পুরনিগমের মেয়রসহ বিশিষ্ট বিধায়ক, কর্পোরেটর এবং বিএমএস-এর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বরা। স্বেচ্ছায় রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা প্রচার ও সাধারণ মানুষকে জীবনদায়ী এই কাজে অনুপ্রাণিত করতে সংবাদমাধ্যমের উপস্থিতি ও সহযোগিতা কামনা করেছেন ওএনজিসি এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তথা রক্তদান শিবিরের আহ্বায়ক বীরচন্দ্র দেববর্মা।

চলতি সপ্তাহেই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণার সম্ভাবনা, দুই ক্রিকেটারের চোট চিন্তায় রেখেছে আগরকরদের

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজের দল ঘোষণা হতে পারে চলতি সপ্তাহেই। এক জন ক্রিকেটারের ফিটনেস রিপোর্টের অপেক্ষায় আছেন অজিত আগরকরেরা। রিপোর্ট দেখে দল নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা। ভারত-শ্রীলঙ্কা প্রথম টেস্ট শুরু হবে ১৫ অগস্ট।

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজের মাঝেই টেস্ট দল নিয়ে কোচ গৌতম গম্ভীর এবং অধিনায়ক শুভমন গিলের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিয়েছেন আগরকর। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর চোট পাওয়ায় পরিকল্পনা কিছুটা ধাক্কা খেয়েছে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে ওয়াশিংটনকে সোজা বেঙ্গালুরুতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে যেতে বলা হয়েছে। তাঁর চোট পরীক্ষা করে বোর্ডের চিকিৎসকেরা রিপোর্ট দেওয়ার পর টেস্ট সিরিজের দল ঘোষণা করবেন আগরকরেরা।

বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ডান পায়ের হ্যামস্ট্রিংয়ে হালকা চোট রয়েছে ওয়াশিংটনের। ইংল্যান্ডে খেলার সময় ব্যথা অনুভব করেন তিনি।

তাঁর স্ক্যান করানো হয়। ওয়াশিংটনের গ্রেড ওয়ান চোট রয়েছে বলে জানিয়েছেন ভারতীয় দলের চিকিৎসকেরা। এই ধরনের চোট সারতে দু'সপ্তাহ মতো সময় লাগতে পারে।

তাই ২৬ বছরের অলরাউন্ডারের জন্য অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আগরকরেরা। ওয়াশিংটন ছাড়াও নীতীশ কুমার রেড্ডির ফিটনেস রিপোর্টও চেয়েছেন নির্বাচকেরা।

গত মাসে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যে দল খেলেছিল, সেই দলে একাধিক পরিবর্তন হবে। জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাডেজারা দলে ফিরবেন। ওয়াশিংটন শ্রীলঙ্কায় যেতে না পারলে হর্ষ দুবেকে নেওয়া হতে পারে।

স্পিন আক্রমণের বৈচিত্র বাড়াতে সারাংশ জৈনের কথা ভাবা হচ্ছে। বুমরাহ ছাড়া জোরে বোলার হিসাবে দলে থাকার সম্ভাবনা মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ এবং গুরনুর ব্রারের। কুলদীপ যাদব এবং মানব সুতারের নামও আলোচনায় রয়েছে স্পিনার হিসাবে।

আগামী ৪ অগস্ট ভারতীয় দলের শ্রীলঙ্কা যাওয়ার কথা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় ভাল জায়গায় নেই ভারত। তাই শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন গম্ভীর-শুভমনেরা। সেখানকার পরিবেশ এবং পিচের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য প্রথম টেস্টের ১০ দিন আগে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে প্রস্তুতি শুরুর পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রথম টেস্টের আগে চার দিনের একটি প্রস্তুতি ম্যাচও খেলার কথা রয়েছে।

'অসম্ভব চাপ!' বিশ্বকাপ শেষ হতেই অবসর ঘোষণা, এরিকসেনের জীবন বাঁচানো ৪৭ বছরের ইংরেজ রেফারি আর ম্যাচ খেলাবেন না

বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার দু'দিনের মাথায় অবসর ঘোষণা অ্যান্থনি টেলরের। আন্তর্জাতিক ফুটবল ম্যাচ পরিচালনার চাপ সামলাতে না পেরেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ৪৭ বছরের রেফারি। ডেনমার্কের ফুটবলার ক্রিশ্চিয়ান এরিকসেনের জীবন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল টেলরের।

২০ বছরে ৮৩১টি ম্যাচ পরিচালনা করে অবসর নিলেন টেলর। গত ৬ জুলাই বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ ১৬-র স্পেন-পর্তুগাল ম্যাচ পরিচালনা করেন। সেই ম্যাচই ফিফা রেফারি হিসাবে তাঁর শেষ ম্যাচ হয়ে থাকল। বিশ্বের অন্যতম সেরা রেফারি হিসাবে বিবেচনা করা হয় ইংল্যান্ডের টেলরকে।

অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে টেলর বলেছেন, "সর্বোচ্চ পর্যায়ের ম্যাচ পরিচালনা করা এক বিরাট সৌভাগ্য। কিন্তু অসম্ভব চাপ এবং কড়া নজরদারির মধ্যে থাকতে হয় সব সময়। এই দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার এখনই সঠিক সময়। কর্মজীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু করতে চাই।"

রেফারি হওয়ার আগে ইংল্যান্ডের কারা বিভাগে কাজ করতেন টেলর। ২০০৬-০৭ মরসুমে ফুটবল লিগের রেফারি হিসাবে নাম নথিভুক্ত করিয়েছিলেন। ২০১০ সালে প্রথম ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ খেলানোর সুযোগ পান। প্রিমিয়ার লিগের ৪৩২টি ম্যাচ পরিচালনা করেছেন টেলর। ইংল্যান্ডের প্রতিটি প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ খেলানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। ইউরোপের একাধিক ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালও খেলিয়েছেন। ১৬৩টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে দায়িত্ব পালন করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। ২০২০ সালের ইউরো কাপে ডেনমার্ক-ফিনল্যান্ড ম্যাচের দায়িত্বে ছিলেন টেলর। সেই ম্যাচের মাঝে সময় হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন ডেনমার্কের এরিকসেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে খেলা বন্ধ করে এরিকসেনের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন টেলর।

তাঁর ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছিল।

গত ১৪ বছর ধরে ফিফা রেফারি হিসাবে কাজ করেছেন টেলর। ২০২২ সালের বিশ্বকাপেও একাধিক ম্যাচের দায়িত্বে ছিলেন। ২০২০ এবং ২০২৪ সালের উয়েফা চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচও পরিচালনা করেছেন। ২০২২ সালের বিশ্বকাপ ফাইনাল পরিচালনার জন্য রেফারিদের প্রাথমিক তালিকায় ছিল টেলরের নাম। কিন্তু আর্জেন্টিনা অন্যতম দল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তাঁকে দায়িত্ব দেয়নি ফিফা।

নরম স্বভাবের টেলর রেফারি হিসাবে বিতর্কেও জড়িয়েছেন কয়েক বার। তার মধ্যে অন্যতম ২০২৩ সালের ইউরোপা লিগের ফাইনালে সেভিয়াকরে বিতর্কিত পেনাল্টি দিয়েছিলেন।

রোমার তৎকালীন কোচ হোসে মরিনহো তাঁকে ফুটবলের কলঙ্ক বলে কটাক্ষ করেন। সে জন্য শাস্তিও পেতে হয়েছিল মরিনহোকে। বুদাপেস্ট বিমানবন্দরে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে সেই বিতর্কিত পেনাল্টির জন্য বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। যা নিয়ে একটি সাক্ষাৎকারে বিরক্তি এবং হতাশা প্রকাশ করেছিলেন টেলর।

দল না হাসপাতাল! কার ভুলে চোট-আঘাতে জেরবার টিম ইন্ডিয়া? কড়া পদক্ষেপের পথে বিসিসিআই

চোট-আঘাতে নাজেহাল টিম ইন্ডিয়া। দল যেন হাসপাতালে পরিণত হয়েছে। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে প্লেয়ারদের লাইন পড়ে গিয়েছে। কেন এত চোট? বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের ভূমিকা নিয়ে একেবারেই খুশি নয় বিসিসিআই। তাহলে কি ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে বোঝাপড়ার অভাব আছে? নাকি সার্বিক ব্যবস্থাপনাতেই গোলযোগ? ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে সব নিয়ে বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে বিসিসিআই।

একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের মতে, এই সপ্তাহের শেষের দিকে অন্তত বারোজন ভারতীয় ক্রিকেটার ওই কেন্দ্রে থাকবেন। হার্দিক পাণ্ডিয়া, নীতীশকুমার রেড্ডি, বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা, আকাশ দীপের মতো ক্রিকেটাররা ইতিমধ্যে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে আছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেবেন ওয়াশিংটন সুন্দর ও আরও কয়েকজন। আগামী মাসে শ্রীলঙ্কা সফর। তার জন্য কয়েকজন ক্রিকেটারকে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে পারেন। মহম্মদ সিরাজ ও রবীন্দ্র জাদেজাকে ওখানে দেখা যেতে পারে। ঘরোয়া ক্রিকেটে নামার আগে সরফরাজ খান, মুশির খান বা অভিষেক পোড়েলের মতো ক্রিকেটাররা পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন।

সামনের বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ। তার আগে এত চোট কেন? সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের কার্যক্রমে একেবারেই খুশি নয় বিসিসিআই। বোর্ডের এক সূত্র বলেছেন, "এত হ্যামস্ট্রিং চোট থেকে একটা কথাই বোঝা যাচ্ছে, তাঁরা হয়তো সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার আগে মাঠে নেমে যাচ্ছেন। প্লেয়ারদের ফিটনেস ও ওয়ার্কলোড নিয়ে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার অভাব থেকে যাচ্ছে।"

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ওই সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৩-র পর স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর বা কার্যবিধি আর আপডেট করা হয়নি।

আরও অভিযোগ আছে। নীতীশ রেড্ডি আরও জোরে বল করতে গিয়ে হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন। কিন্তু ওজন বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও টিম ম্যানেজমেন্ট জোর করে তাঁকে ফেরায়। হর্ষিতের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। ওয়াশিংটনকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে তড়িঘড়ি নামানো হয়। ইংল্যান্ড টেস্টে চোট পাওয়া আকাশ দীপেরও নাকি ঠিকভাবে পরিচর্যা হয়নি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা উচিত বলে মনে করছে বিসিসিআই। সম্প্রতি, ভারতের টেস্ট-ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিলও অভিযোগ করেন, চোটের জন্য যদি প্রতি ম্যাচেই দল বদলাতে হলে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেওয়া মুশকিল।

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের জন্য দেশবাসীর কাছে দুঃখপ্রকাশ মার্তিনেজের, অবসরের ইঙ্গিতও দিলেন মেসির প্রিয় দিবু

বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার অন্যতম ভরসা ছিলেন গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেজ। ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দিয়ে লড়াই করেও দলকে জেতাতে পারেননি। গত বিশ্বকাপে সোনার দস্তানা জেতা গোলরক্ষক বিশ্বকাপ নিয়ে মুখ খুলেছেন ফাইনালের দু'দিন পর। ভবিষ্যৎ নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্তিনেজ।

সমাজমাধ্যমে সমর্থকদের কাছে এক রকম ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন তাঁদের প্রিয় দিবু। মার্তিনেজ লিখেছেন, "আবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম। ট্রফিটা আবার আর্জেন্টিনায় নিয়ে এসে ইতিহাস গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই কষ্টটা বোঝানো কঠিন। এখন অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হবে। দেখতে হবে কী ভাবে সামনে এগোনো যায়। সরে দাঁড়ানোর সময় হয়েছে কিনা, সেটাও ভাবতে হবে।" এর পর দেশবাসীর উদ্দেশে মার্তিনেজ লিখেছেন, "আমি খুবই দুঃখিত। আমার দেশ এবং দেশবাসীর জন্য সত্যিই নিজের সবটা দিয়ে চেষ্টা করেছি।"

৩৩ বছরের গোলরক্ষক সরে যাওয়ার কথা বলেছেন। তা হলে কি আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানাবেন তিনি? লিয়োনেল মেসির প্রিয় দিবুর পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের বিরুদ্ধে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মার্তিনেজ।

বুধবার প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে নবনিযুক্ত পদাধিকারীদের নিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসার ডা. মানিক সাহা

সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে তৃণমূল স্তরে দলের নীতি পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান প্রদেশ বিজেপি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ জুলাই: দলের আদর্শ ও নীতিকে তৃণমূল স্তরে আরও শক্তিশালীভাবে পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানালেন প্রদেশ বিজেপির নবনিযুক্ত সভাপতি অভিষেক দেবরায়। বুধবার সিপাহিজলা জেলা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার উদ্যোগে সোনামুড়ায় আয়োজিত এক সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে এই বার্তা দেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক দেবরায় বলেন, 'সমাজে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা তখনই পাওয়া যায়, যখন একজন ব্যক্তি যা বলেন এবং যা করেন, তার মধ্যে মিল থাকে।' তিনি কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, দলীয় আদর্শ ও নীতি শুধু মুখে প্রচার করলেই হবে না, ব্যক্তিগত জীবন ও সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

প্রদেশ বিজেপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটি ছিল তাঁর প্রথম সিপাহিজলা জেলা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সফর। তাঁকে স্বাগত জানাতে জেলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উৎসাহ। নলছড় বিধানসভার অন্তর্গত জুমেরঢেপা এলাকা থেকে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রার মাধ্যমে তাঁকে মেলাঘরের জগন্নাথবাড়ি প্রাঙ্গণে নিয়ে আসা হয়। সেখানে গুণ্ডিচা মন্দিরে শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের পূজা-অর্চনা করার পর তিনি সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত এলাকায় পৌঁছান। সোনামুড়ায় নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তিতে মাল্যদান করে তিনি টাউন হলে আয়োজিত সাংগঠনিক বৈঠকে যোগ দেন।

বৈঠকে প্রধান বক্তার ভাষণে অভিষেক দেবরায় বিজেপির মূল আদর্শ, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা, জনসংযোগ বৃদ্ধি এবং দলের নীতি-নির্দেশিকাগুলি তৃণমূল স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি কর্মীদের জনমুখী হয়ে মানুষের সমস্যার সমাধানে কাজ করারও আহ্বান জানান। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতি তাপস মজুমদার, সিপাহিজলা জেলা দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ, বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন, বিধায়ক বিন্দু দেবনাথ, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত-সহ দলের একাধিক নেতা। সাংগঠনিক বৈঠকে নলছড়, বক্সনগর, ধনপুর ও সোনামুড়া মণ্ডলের বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে আগামী দিনের সাংগঠনিক কর্মসূচি, সদস্য সংগ্রহ অভিযান এবং বুথভিত্তিক সংগঠন আরও শক্তিশালী করার বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়।

কল্যাণপুর বাজারে দুঃসাহসিক চুরি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে ক্ষোভ ব্যবসায়ীদের

আগরতলা, ২২ জুলাই : কল্যাণপুর বাজারে গভীর রাতে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বাজারের ব্যস্ততম এলাকায় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক সংলগ্ন একটি মুদি দোকানে নগদ অর্থ, বিভিন্ন সামগ্রী এবং একটি ইনভার্টার চুরি করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা।

দোকানের মালিক শঙ্কর দেব জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার রাতে তিনি দেব ভ্যারাইটিজ" দোকানটি বন্ধ করে বাড়ি যান। বুধবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন দোকানের টিন কেটে ভিতরে ঢুকে চোরেরা নগদ টাকা, মালপত্র এবং ইনভার্টার নিয়ে পালিয়েছে। এরপরই তিনি কল্যাণপুর থানায় খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রাতে নিয়মিত টহলদারি চললেও কোনো এক সময় দুষ্কৃতীরা দোকানের টিন কেটে ভিতরে প্রবেশ করে চুরির ঘটনা ঘটায়। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এই ঘটনায় ব্যবসায়ীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে বাজার এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হলেও সেগুলির অনেকগুলি অকার্যকর অথবা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় না। ফলে বাজারের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যত প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

দুঃসাহসিক এই চুরির ঘটনায় ব্যবসায়ীরা বাজারে নিরাপত্তা জোরদার, কার্যকর সিসিটিভি নজরদারি এবং রাতের পুলিশ টহল আরও বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন।

মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আইনজীবীর, মর্গ পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভ

আগরতলা, ২২ জুলাই : ঊনকোটি জেলার বেতছড়া এলাকায় এক মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন কৈলাসহর বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও নেপালটিলা এলাকার বাসিন্দা আইনজীবী বিশ্বজিৎ দেববর্মা। তাঁর অকাল প্রয়াণে আইনজীবী মহল, পরিবার ও পরিচিতদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাতে বেতছড়া এলাকায় আনারস বোঝাই একটি বোলেরো-র সঙ্গে একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন মোটরসাইকেল আরোহী বিশ্বজিৎ দেববর্মা। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে কুমারঘাট হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখান থেকেও উন্নত চিকিৎসার জন্য ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উন্নত সমাজ গঠনে এনজিও ও সমাজভিত্তিক সংগঠনের ভূমিকা অপরিহার্য: বিল্লো জামাতিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুলাই: উন্নত রাষ্ট্র গঠনে শুধু সরকারি প্রকল্প বা প্রশাসনিক উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, বরং সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলির সম্মিলিত প্রচেষ্টাই টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। এমনটাই মন্তব্য করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক বিল্লো জামাতিয়া।

তিনি বলেন, জনজাতি ও গ্রামীণ সমাজে এনজিও, নিবন্ধিত সোসাইটি, সমাজপতি (সমাজ), হোদা এবং অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সামাজিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সরকারি বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুফল প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দিতে এই সংগঠনগুলি প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করে।

বিল্লো জামাতিয়ার মতে, তথ্যের অভাব, সচেতনতার ঘাটতি এবং প্রশাসনিক দূরত্বের কারণে অনেক ক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষ সরকারি সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। এই ব্যবধান দূর করতে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তারা মানুষের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থেকে এলাকার বাস্তব সমস্যাগুলি ভালোভাবে বুঝতে পারে এবং সে অনুযায়ী কাজ করে।

তিনি বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্যানিটেশন, নারী ও শিশু সুরক্ষা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, কর্মসংস্থান, ডিজিটাল সাক্ষরতা, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এনজিওগুলির ভূমিকা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক সময় প্রশাসনের আগেই এই সংগঠনগুলিই মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে।

জনজাতি সমাজের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বিল্লো জামাতিয়া বলেন, সমাজপতি ও হোদাদের নেতৃত্ব আজও মানুষের কাছে অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য। শিক্ষা বিস্তার, স্বাস্থ্য সচেতনতা, নেশামুক্ত সমাজ গঠন, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক সম্প্রীতি এবং কুসংস্কার দূরীকরণের মতো ক্ষেত্রে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে পারে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, দুর্যোগ মোকাবিলা, যুব নেতৃত্ব বিকাশ, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী গঠন এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। পাশাপাশি জনজাতি এলাকায় মাতৃভাষা সংরক্ষণ, লোকসংস্কৃতির বিকাশ, হস্তশিল্প, হ্যান্ডলুম, বাঁশভিত্তিক শিল্প, টেকসই কৃষি এবং বন সংরক্ষণেও এসব সংগঠনের ভূমিকা প্রশংসনীয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

যুবসমাজকে উন্নয়নের প্রধান শক্তি হিসেবে উল্লেখ করে বিল্লো জামাতিয়া বলেন, খেলাধুলা,

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি অফিসে দুঃসাহসিক চুরি, তালা ভেঙে উধাও সরকারি মোবাইল ও মূল্যবান সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ জুলাই: তেলিয়ামুড়া মহকুমার পিডব্লিউডি দপ্তরের অধীনস্থ ওয়াটার রিসোর্স বিভাগের সরকারি অফিসে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা অফিসে ঢুকে একাধিক কক্ষের তালা ভেঙে সরকারি কাজে ব্যবহৃত মূল্যবান সামগ্রী চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারি দপ্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

বুধবার খারচি পূজা উপলক্ষে সরকারি ছুটি থাকলেও বিশেষ কাজে কয়েকজন কর্মী অফিসে এসে মূল ফটকের তালা ভাঙা দেখতে পান। এরপর বিষয়টি অন্যান্য কর্মীদের জানানো হলে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, শুধু মূল ফটকই নয়, অফিসের বিভিন্ন কক্ষ, লকার এবং আলমারির তালাও ভেঙে তছনছ করে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা।

প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, সরকারি কাজে ব্যবহৃত তিনটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন, কয়েকটি মোটর এবং অন্যান্য মূল্যবান সরকারি সামগ্রী চুরি হয়েছে। চুরি যাওয়া সামগ্রীর সঠিক মূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে বলে দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। ঘটনার পরই তেলিয়ামুড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে অভিযোগকারীদের দাবি, খবর দেওয়ার পরও শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়নি।

এই ঘটনায় দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের প্রশ্ন, যদি সরকারি অফিসেই চোরেরা নির্বিঘ্নে তালা ভেঙে চুরি চালাতে পারে, তবে সাধারণ মানুষের সম্পত্তির নিরাপত্তা কতটা সুরক্ষিত? এদিকে, ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে দ্রুত দোষীদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তার এবং চুরি যাওয়া সরকারি সামগ্রী উদ্ধারের দাবি জানিয়েছেন ওয়াটার রিসোর্স বিভাগের কর্মীরা। পুলিশি তদন্তের পরই চুরির ঘটনার নেপথ্যের কারণ এবং জড়িতদের পরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সামনে আসবে

১১ দফা দাবিতে ধর্মনগরে সিপিআই(এম)-এর বিক্ষোভ মিছিল

ধর্মনগর, ২২ জুলাই: জনজীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান এবং রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে বুধবার ধর্মনগরে ১১ দফা দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ধর্মনগর মহকুমা কমিটি। এদিন সিপিআই(এম)-এর ধর্মনগর মহকুমা কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা পরিক্রমা করে মিছিলটি পুনরায় মহকুমা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। মিছিলে বিপুল সংখ্যক দলীয় কর্মী-সমর্থক অংশ নেন।

দলীয় নেতৃত্বের দাবি, ধর্মনগর পুর এলাকার জরাজীর্ণ রাস্তাঘাট দ্রুত সংস্কার, নিরবচ্ছিন্ন পানীয় জলের সরবরাহ নিশ্চিত করা, ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা চালু করা, নগর এলাকার বিপিএলভুক্ত পরিবারের জন্য বছরে ৭৫ দিনের টুয়েপ কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি রোধ এবং ধর্মনগর মহকুমা শাসকের দপ্তরে সাধারণ মানুষের নথিপত্র সংক্রান্ত হয়রানি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

এছাড়াও রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে সরব হয় সিপিআই(এম)। বিক্ষোভ চলাকালীন দলীয় নেতা-কর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে স্লোগান দেন।

এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সম্পাদক অভিজিৎ দে, ধর্মনগর মহকুমা সম্পাদক রতন রায়, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ, বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ, রাজ্য কমিটির সদস্য দুর্গেশ রায়-সহ দলের অন্যান্য নেতা ও বিপুল সংখ্যক কর্মী-সমর্থক।

দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে, জনস্বার্থে উত্থাপিত ১১ দফা দাবি দ্রুত পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটবে সিপিআই(এম)।

ধান ক্রয় কেন্দ্রে হয়রানির অভিযোগে মাতাবাড়িতে কৃষকদের বিক্ষোভ

আগরতলা, ২২ জুলাই: চলতি রবি মরশুমে রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে ধান সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু হলেও গোমতী জেলার উদয়পুর মহকুমার মাতাবাড়ি ধান ক্রয় কেন্দ্রকে ঘিরে তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সমস্যার অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার মাতাবাড়ি ধন্যমানিক্য মুক্তমঞ্চে বিক্ষোভে সামিল হন কৃষকরা। কৃষকদের অভিযোগ, ১৮ জুলাই ধান সংগ্রহ শুরু হওয়ার পর

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি
রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠন এনএলএফটি

আগরতলা, ২২ জুলাই: ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তি - ২০২৪ দ্রুত বাস্তবায়ন, প্রত্যাগত সদস্যদের পুনর্বাসন এবং তিপ্রাসা জনগণের কল্যাণে বিভিন্ন দাবি তুলে ধরে বুধবার রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল আত্মসমর্পণকারী বৈরী সংগঠন এনএলএফটি।

সংগঠনের সভাপতি প্রসেনজিৎ দেববর্মা বলেন, ২০২৪ সালের ৪ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরিত ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তির প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও অধিকাংশ আত্মসমর্পণকারী সদস্য এখনও চুক্তির সুবিধা পাননি। তাদের দাবি, প্রায় ৯০ শতাংশ আত্মসমর্পণকারী সদস্য এখনও সরকারি পুনর্বাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবনযাপন করছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, চুক্তির আওতায় বিশেষ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ এখনও শুরু হয়নি। পাশাপাশি, চুক্তির ২৬ নম্বর ধারা অনুযায়ী গঠিত হওয়ার কথা থাকা ইআইএমসি, এসএলইসি এবং জেডাব্লিউজিসি কমিটিতে এনএলএফটি (ওআরআই) ও এটিটিএফ (এটিটিএফ) রিটার্নিজ গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি বলেও দাবি করা হয়েছে।

সংগঠনের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে, চুক্তির বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলি গঠন করে তাদের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং ওই কমিটির তত্ত্বাবধানে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া স্মারকলিপিতে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবি তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এনএলএফটি (ওআরআই) রিটার্নিজ নেতৃত্বকে টিটিএএডিসি-তে রাজ্যপাল মনোনীত এমডিসি হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া। ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তির সব প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন। ভূমিহীন তিপ্রাসা পরিবারগুলিকে কৃষি ও জীবিকার উদ্দেশ্যে জমি বরাদ্দ। যোগ্য তিপ্রাসা বেকার যুবকদের রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তর, আসাম রাইফেলস, বিএসএফ, সিআরপিএফ-সহ বিভিন্ন বাহিনীতে নিয়োগের ব্যবস্থা। ত্রিপাক্ষিক শান্তিচুক্তির আওতায় থাকা এনএলএফটি (ওআরআই), এনএলএফটি (পিডি) এবং এটিটিএফ-এর সমস্ত প্রত্যাগত সদস্যদের দ্রুত সরকারি স্বীকৃতি ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা।

স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, বিষয়গুলি নিয়ে একাধিকবার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। তাই রাজ্যপালের হস্তক্ষেপে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আবেদন জানিয়েছে সংগঠন।

বৃদ্ধাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ, মামলা না নেওয়ার অভিযোগ মহিলা থানার বিরুদ্ধে; তদন্তে খোয়াই থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: খোয়াই জেলার পশ্চিম জাম্বুরা এলাকায় এক বৃদ্ধা মহিলাকে মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ, ঘটনার পর খোয়াই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হলেও মামলা নথিভুক্ত করা হয়নি। পরে খোয়াই থানায় মামলা দায়ের করা হলে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযোগ অনুযায়ী, গত ১৯ জুলাই সন্ধ্যায় পশ্চিম জাম্বুরা এলাকায় সুমন সূত্রধরের ছেলেকে সাগর ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি মারধর করেন। ছেলেকে রক্ষা করতে গেলে সুমন সূত্রধরও হামলার শিকার হন বলে অভিযোগ।

পরিবারের দাবি, ওই সময় মারপিট থামাতে এগিয়ে এলে সুমন সূত্রধরের স্ত্রীকেও মারধর করা হয়। অভিযোগ, তাঁর পোশাক ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত করা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত খোয়াই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

পরিবারের অভিযোগ, ঘটনার পর খোয়াই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ মামলা নিতে অস্বীকার করে। পরবর্তীতে একদিন পর খোয়াই থানায় মামলা রুজু করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, খোয়াই থানায় ৩৬/২০২৬ নম্বর মামলা নথিভুক্ত হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট আইনি ধারায় তদন্ত শুরু হয়েছে।

অভিযোগকারীদের দাবি, শ্লীলতাহানি ও মহিলার ওপর হামলার মতো গুরুতর অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মহিলা থানায় মামলা নথিভুক্ত না হওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। তাঁদের অভিযোগ, প্রভাবশালী মহলের চাপে পুলিশ প্রথমে অভিযোগ গ্রহণ করেনি।

আগরতলায় এনএসইউআই ও যুব কংগ্রেসের বিশেষ সেমিনার, সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুলাই: ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে বুধবার আগরতলা স্টুডেন্ট হেলথ হোমে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করতেই এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়।

সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন দিল্লি থেকে আগত অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির (এআইসিসি) সদস্য বি.পি. সিং, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) সদস্য তথা বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহা, এনএসইউআই ও যুব কংগ্রেসের রাজ্য নেতৃত্ব এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ও যুব কর্মী।

বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন বলেন, দেশে শিক্ষার অবস্থা বেহাল। দেশে নিট পরীক্ষা নিয়ে জালিয়াতি চলছে। এর প্রতিবাদে দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করেছে ছাত্ররা। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজ্যের ছাত্র প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেছে কংগ্রেস। বৈঠকে তিন দফা দাবি নিয়ে আলোচনা হয়। অবিলম্বে অপদার্থ জালিয়াতি শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রদানকে পদত্যাগ করতে হবে। দিল্লির যন্তর মন্তরে আয়োজিত কর্মসূচিদের ছাত্র-ছাত্রীদের উপর আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে দেশের প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের উপর থেকে মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। তিনি আরো দাবি করেন বর্তমান সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ধুলিস্যাৎ করে দিতে চাইছে। ত্রিপুরায় ডিজির অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে তিনি বলেন জুডিশিয়াল তদন্ত করার জন্য। এই ঘটনার পর পুলিশ এবং আমলারা আতঙ্কে আছে বলে দাবি করেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তারা সংগঠনকে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালকের কাছ থেকে সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার

কৈলাসহর, ২২ জুলাই: যে বয়সে শিশুদের হাতে বই-খাতা থাকার কথা, সেই বয়সেই তাদের ব্যবহার করা হচ্ছে মাদক পাচারের কাজেএমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী থাকল কৈলাসহর মহকুমার ইরানি থানার বাবুর বাজার এলাকা। বুধবার সকালে পুলিশের অভিযানে এক ১৪ বছরের নাবালকের কাছ থেকে সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার সকাল প্রায় ৯টা নাগাদ বাবুর বাজার এলাকায় অভিযান চালায় ইরানি থানার পুলিশ। সিভিল ড্রেসে অভিযানে নেতৃত্ব দেন থানার সেকেন্ড অফিসার। অভিযানের সময় এক নাবালকের কাছ থেকে পকেটে মোড়া অবস্থায় সন্দেহভাজন ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ।

পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, উদ্ধার হওয়া নাবালকের বয়স আনুমানিক ১৪ বছর এবং তার বাড়ি কৈলাসহর মহকুমার শ্রীনাথপুর এলাকায়। জিজ্ঞাসাবাদে ওই নাবালক দাবি করেছে, মমতা বেগম নামে তার এক আত্মীয়া (পিসি) তার হাতে একটি প্যাকেট তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দিতে বলেছিলেন। ওই ব্যক্তিকে সে আগে থেকে চিনত না বলেও জানিয়েছে। তাকে বলা হয়েছিল, নির্দিষ্ট ব্যক্তি তাকে দেখে চিনে নেবে এবং প্যাকেটটি সংগ্রহ করবে।

ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান মহকুমা পুলিশের ঊর্ধতন আধিকারিকরা। উদ্ধার হওয়া সন্দেহভাজন মাদকদ্রব্য পরীক্ষা করে তার প্রকৃতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইরানি থানার পুলিশ।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নেশা কারবারিদের নতুন কৌশল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তাদের অভিযোগ, বাবুর বাজার এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই একটি মাদক চক্র সক্রিয় রয়েছে। দূরদূরান্ত থেকে এসে কিছু ব্যক্তি নিয়মিত মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। নাবালকদের ব্যবহার করে মাদক পাচারের অভিযোগ সামনে আসায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে।

তবে তদন্তের স্বার্থে এবং আইনি বিধিনিষেধ মেনে উদ্ধার হওয়া নাবালকের পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশের দাবি, এই ঘটনার সূত্র ধরে মাদক পাচারচক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে। তদন্ত শেষ হলে পুরো চক্রের সঙ্গে কারা জড়িত, সে বিষয়ে আরও স্পষ্ট তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের বেহাল দশা তালাবদ্ধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

আগরতলা, ২২ জুলাই: দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের অক্ষরজ্ঞান না দেওয়া, নিয়মিত পাঠদানের পরিবেশের অভাব, শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য নির্ধারিত পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণে অনিয়ম-সহ একাধিক অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল কৈলাসহরের গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বুধবার সকালে ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা গোপালনগর গ্রামের অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তালাবন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন।

অভিযোগ, গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোপালনগর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরেই শিশুদের নিয়মিত পড়াশোনা করানো হয় না। কেন্দ্রে উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশও নেই। স্থানীয়দের দাবি, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শুক্লা দে ও সহায়িকা সুমিতা দাস অধিকাংশ দিনই কেন্দ্রে উপস্থিত থাকেন না। অথচ গ্রামের অভিভাবকেরা নিজেদের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সন্তানদের অক্ষরজ্ঞান লাভের আশায় এই কেন্দ্রেই পাঠান।

বুধবার সকালে প্রায় ছয় মাস পর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী কেন্দ্রে এসেছেন বলে খবর পেয়ে বহু গ্রামবাসী সেখানে উপস্থিত হন। অভিযোগ, গ্রামবাসীদের ভিড় দেখে কর্মী শুক্লা দে এবং সহায়িকা সুমিতা দাস কেন্দ্র ছেড়ে চলে যান। এরপরই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা কেন্দ্রে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।

স্থানীয় মহিলাদের অভিযোগ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে শিশুদের নিয়মিত খিচুড়িও দেওয়া হয় না। ডিম, বিস্কুট, কলা-সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রীও বিতরণ করা হয় না। দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী গর্ভবতী মহিলাদের ডিম, দুধ ও অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার কথা থাকলেও বাস্তবে তারা কিছুই পান না বলে অভিযোগ।

এছাড়াও কেন্দ্রের পরিকাঠামো নিয়েও একাধিক গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। গ্রামবাসীদের দাবি, কেন্দ্রের ভেতর নোংরা-আবর্জনায় ভরা, শৌচাগার নেই, বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কোনো ফিল্টার নেই। শিশুদের খাবারের চাল-ডাল রান্নাঘরের মেঝেতে ফেলে রাখা হয় এবং সেই খাদ্যসামগ্রীর মধ্যে পোকামাকড়ও দেখা যায়। অভিযোগ, যেদিন কর্মী কেন্দ্রে আসেন, সেদিন ওই চাল-ডাল দিয়েই খিচুড়ি রান্না করে শিশুদের খাওয়ানো হয়।

গ্রামবাসীদের আরও অভিযোগ, সরকারি বরাদ্দে আসা চাল-ডাল ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী কেন্দ্রে ব্যবহার না করে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। কয়েক মাস আগে দিনের বেলায় চালের বস্তা নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রামবাসীরা তা দেখতে পেয়ে চাল উদ্ধার করেছিলেন বলেও দাবি করেন স্থানীয়রা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বিষয়টি একাধিকবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের নজরে আনা হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি দপ্তরের আধিকারিকরাও নিয়মিত কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন না। ফলে দিনের পর দিন অনিয়ম চললেও তার কোনো প্রতিকার হচ্ছে না বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন গ্রামবাসীরা।

এদিকে, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের এমন বেহাল চিত্র সামনে আসার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 23-07-2026, 01:48